সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম অনুশীলন
(Social Work Practice in Solving Social Problems)

ইউনিট
3

ভূমিকা

অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অস্বস্তিকর কিছু অবস্থা যা সমাজ ও সমাজের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে বাধাস্বরূপ তাই হলো সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা সমাজস্থ মানুষের সার্থক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা যখন শিথিল হয়ে আসে এবং সামাজিক মূল্যবোধগুলো ভেঙে পড়ে তখনই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটতে থাকে। সমাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি হলো সামাজিক সমস্যার কিছু উদাহরণ। সামাজিক সমস্যাগুলোর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ একটি সমস্যা অপর একাধিক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অধিক জনসংখ্যা বেকারত্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং বেকারত্ব জনিত হতাশা থেকে মাদকাসক্তি হতে পারে। আবার দারিদ্র্য ও অপুষ্টির পেছনেও অধিক জনসংখ্যার প্রভাব থাকতে পারে। সামাজিক সমস্যা সমাজের এক অবাঞ্ছিত অবস্থা যদিও সমাজ থেকেই এর উদ্ভব ঘটে এবং সমাজেই এর আশু সমাধান নিহিত থাকে। সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবিলায় এবং সমাজ থেকে তা দূর করতে একজন সমাজকর্মী অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকেন। মূলত সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণ এবং সমাজের মানুষের ইতিবাচক কল্যাণ সাধনের মাঝেই একজন সমাজকর্মীর পেশাদারিত্ব নিহিত।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : সামাজিক সমস্যার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ
পাঠ-৩.২ : সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক
পাঠ-৩.৩ : জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.৪ : জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব ও সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.৫ : বেকারত্বের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.৬ : বেকারত্বের প্রভাব ও বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.৭ : অপুষ্টির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.৮ : অপুষ্টির প্রভাব ও অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.৯ : যৌতুকের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১০ : যৌতুকের প্রভাব ও যৌতুক মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১১ : বাল্যবিবাহের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১২ : বাল্যবিবাহের প্রভাব ও বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৩ : মাদকাসক্তির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১৪ : মাদকাসক্তির প্রভাব ও মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৫ : অটিজমের ধারণা ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১৬ : অটিজমের প্রভাব ও অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৭ : জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ
পাঠ-৩.১৮ : বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৯ : এইচআইভি/এইডসের ধারণা, কারণ ও সংক্রমনের বাহন
পাঠ-৩.২০ : এইচআইভি/এইডসের প্রভাব ও এইচআইভি/এইডস মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-৩.১ সামাজিক সমস্যার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ (Concept, Chatecteristics and Causes of Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১.১ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

৩.১.২ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৩.১.৩ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য ও কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১.১ সামাজিক সমস্যা

সমাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সামাজিক সমস্যা। সমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের অপূর্ণতা এবং মানুষের অপূরণজনিত চাহিদা এবং দ্বন্দ্বময় সামাজিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ হতেই মূলত সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভব হয় এবং সমাজের মানুষদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় সমাজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ সচেতন মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। সামাজিক সমস্যা পরিবর্তনশীল। আজ যা সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত, অতীতে তা সমস্যা হিসেবে পরিগণিত নাও হতে পারে আবার ভবিষ্যতে তা সমস্যা হিসেবে সূচিত নাও হতে পারে। জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। সমাজকর্মের যথার্থতা মূলত সমস্যা সমাধানমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

সামাজিক সমস্যা মূলত একধরনের অবাঞ্চিত, অনাকাঙ্খিত ও অস্বস্তিকর অবস্থা যা সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে বাধাস্বরূপ এবং সার্থক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমাজের মূল্যবোধগুলো যখন ভেঙ্গে পড়ে, সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা দূর্বল হয়ে আসে তখনই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটতে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী P.B. Horton and Ges J.R. Leslie তাঁদের "*Sociology of Social Problems*" গ্রন্থে বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা সমাজ জীবনের এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা, যা সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যার সম্পর্কে যৌথ সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় (Social Problem is a condition affecting a significant number of people in ways considered undesirable and about which it is felt something can be done through collective social action.)।"

David Dressler (১৯৬৯: ৪৬৪) তাঁর "*Sociology: The Study of Human Interaction*" গ্রন্থে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন, "সমাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যাকে সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক অস্বাভাবিক বা অবাঞ্চিত বলে বিবেচনা করে এবং প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দূরীকরণে তারা বিশ্বাসী হয় (A social Problem is a condition growing out of human interaction that is considered undesirable by a significant number of people who believe it can and must be resolved through preventive or remiedial action.)।"

সামাজিক মূল্যবোধগুলো দুর্বল হয়ে এলে সামাজ কাঠামোতে যে শিথিলতা আসে এবং সমাজে অবাঞ্চিত, অনাকাঙ্খিত, অস্বস্তিকর অবস্থার সূত্রপাত ঘটে। ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর পড়ে এবং সামজস্থ মানুষের কল্যাণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয় মূলত সেই অনভিপ্রেত অবস্থাই হলো সামাজিক সমস্যা।

৩.১.২ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সমস্যা জটিল সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থার বিমূর্ত ধারণা। সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সাধারণভাবে সামাজিক সমস্যার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো:

১. সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সমাজস্থ মানুষের মতৈক্য থাকে। অর্থাৎ কোনটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হবে তা নিয়ে সাধারণ জনগণের মতৈক্য থাকবে;

২. সামাজিক সমস্যাসমূহ প্রাকৃতিক বা সামাজিক এবং অবশ্যম্ভাবী;
৩. সামাজিক সমস্যা অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্খিত বিষয়;
৪. সমাজের কতিপয় খারাপ মানুষ দ্বারা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে;
৫. সমাজস্থ প্রত্যেকেই সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করেন;
৬. সমাজস্থ সদস্যদের মধ্যেই সামাজিক সমস্যার সমাধান নিহিত থাকে;
৭. সামাজিক সমস্যা সমাজের বৃহত্তর অংশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে;
৮. সামাজিক সমস্যা সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিপন্থী;
৯. সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য ও পরিবর্তনশীল;
১০. এর ক্রমাগত প্রক্রিয়া ও পারস্পারিক নির্ভরশীলতা রয়েছে;
১১. সামাজিক সমস্যার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দিক বিদ্যমান;
১২. বিশেষ সামাজিক সমস্যা সর্বজনীন;
১৩. সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার পার্থক্য রয়েছে এবং এর সমাধানে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; এবং
১৪. সামাজিক সমস্যা আপেক্ষিক ও এর কারণ বহুমুখী।

৩.১.৩ সামাজিক সমস্যার কারণ

অর্থনৈতিক, জৈবিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি কারণে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। সামাজিক সমস্যাসমূহ প্রকৃতিগত বিচারে বিভিন্ন হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধানে সামাজিক সমস্যার বহুমুখী কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ণ ও নিমকফ সামাজিক সমস্যার নিম্নোক্ত কারণগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন:

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিশেষত কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা। যেমন– মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্পের সাথে মানুষ খাপ খাওয়াতে না পারা;
খ. দলীয়জীবন এবং সাংস্কৃতিক চাহিদার সাথে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানের অভাব; এবং
গ. সংস্কৃতির বিভিন্ন পরস্পর সম্পর্কিত অংশের অসম গতিসম্পন্ন পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত চাপ।

সামাজিক সমস্যার কারণগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচ্য হলো কারণগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। একটি কারণকেই অনেক সময় একাধিক সমস্যার সৃষ্টি ও তাদের বিস্তারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা যেতে পারে। সার্বিক দিক বিবেচনায় সামাজিক সমস্যার নিম্নোক্ত সাধারণ কারণসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. প্রত্যেক সমাজে সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও ব্যবহার সামাজিক কাঠামোর আওতায় বিকাশ লাভ করে। সামাজিক কাঠামো যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে তা সমাজের সদস্যদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে এবং এ থেকে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়;
২. সমাজস্থ মানুষের সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে অসম বন্টন পরিলক্ষিত হলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে;
৩. কোনো ব্যক্তির উপর অপরিসীম মানসিক চাপ ক্রিয়ারত হলে তা ব্যক্তির মধ্যে বিচ্যুত আচরণ সৃষ্টি করতে পারে এবং পরবর্তীতে এই বিচ্যুত আচরণ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে;
৪. সমাজ মাত্রই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক সমস্যার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ;
৫. প্রত্যেক দেশে জনসংখ্যা কাঠামো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ। আয়তনের তুলনায় মোট জনসংখ্যা যদি বেশি বা কম হয় তবে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না। সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হলে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে;
৬. সমাজের বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কিছু অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আবশ্যক যেগুলোকে মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোনো সমাজের মানুষের যদি মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকে তবে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে;
৭. সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোও পরিবর্তিত হয়। সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে অসম পরিবর্তন সাধিত হলে সাংস্কৃতিক শূন্যতা তৈরি হয় এবং এ থেকে তৈরি হয় সামাজিক সমস্যা;
৮. মূল্যবোধ মানুষের আচরণের চালিকা শক্তি যা মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারবোধ গড়ে তোলে। সাংস্কৃতিক শূন্যতার পাশাপাশি মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে;

৯. শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে সমাজের বস্তুগত পরিবর্তন যত দ্রুত সাধিত হয়, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজের অন্যান্য উপাদান পরিবর্তিত নাও হতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলা সামাজিক সমস্যার তৈরি করে; এবং

১০. জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা সমাজে অরাজকতা তৈরি করে এবং এর থেকে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপ

সমাজের মূল্যবোধগুলো দূর্বল হয়ে পড়লে সমাজ কাঠামোতে যে শিথিলতা আসে এবং এর প্রভাবে সমাজে যে অনাকাঙ্খিত ও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যার নেতিবাচক প্রভাব অধিকাংশ মানুষের উপর পড়ে তাই সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয় এবং এর সমাধান সমাজেই নিহিত থাকে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে জনসাধারণের মতৈক্য থাকা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সামাজিক সমস্যা মূলত–

ক) সমাজের অস্বস্তিকর অবস্থা
খ) সমাজের বাঞ্ছিত অবস্থা
গ) সমাজের মূল্যবোধগত অবস্থা
ঘ) সমাজের কল্যাণমূলক অবস্থা

২। কোনটি সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী নয়?

ক) মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব
খ) শিল্পায়ন ও শহরায়ন
গ) মৌলিক চাহিদার অপূরণ
ঘ) সামাজিক আদর্শ

পাঠ-৩.২ সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক (Interrelationship of Social Problems)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.২.১ সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.২.১ সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক

সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজের একদিকে অসংহতি বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে অন্যদিকেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ সামাজিক সমস্যা একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। কোনো সমাজে একটি সামাজিক সমস্যা উদ্ভব হলে সেই সমস্যা থেকে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজ একটি অখন্ড যৌগিক সত্তা (complex whole) যার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পরিবেশগত প্রভৃতি দিক পরস্পর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এজন্য কোন সামাজিক সমস্যাই একক এবং বিচ্ছন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না। একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসেবে বিরাজ করে। সামাজিক সমস্যার নির্ভরশীলতা এবং ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া (chain reaction) থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ কোনো সমাজে দারিদ্র্য থাকলে এর প্রভাবে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আবার স্বাস্থ্যহীনতার ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়ে উপার্জন ব্যহত হলে মানুষ দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে। সামাজিক সমস্যার ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রভাব সমাজে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোনো সমস্যা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না বরং একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসাবে বিরাজ করে। সুতরাং সামাজিক সমস্যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো সমস্যা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না বরং একটি সমস্যা অপর কোনো সমস্যা তৈরি করে থাকে। সামাজিক সমস্যার নির্ভরশীলতা এবং ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া (chain reaction) থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। কোনো সমস্যা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না বরং একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসাবে বিরাজ করে। সুতরাং সামাজিক সমস্যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক সমস্যা হচ্ছে–
- ক) বিচ্ছিন্ন
- খ) অবিচ্ছিন্ন
- গ) একক
- ঘ) পরস্পর সম্পর্কহীন

২। নিরক্ষরতা কোন ধরনের সমস্যা?
- ক) সামাজিক সমস্যা
- খ) মূল্যবোধগত সমস্যা
- গ) ব্যক্তিত্বর দ্বন্দ্বজনিত সমস্যা
- ঘ) আদর্শিক সমস্যা

পাঠ-৩.৩ জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Population Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৩.১ জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কী বোঝায় তা লিখতে পারবেন।
৩.৩.২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.৩.৩ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৩.১ জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

যে কোনো রাষ্ট্রের বা দেশের জন্য জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান মানবসম্পদ। দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবসম্পদই মূল চালিকাশক্তি। সাধারণভাবে জনসংখ্যা বলতে সেই সমস্ত জনগণকে বুঝায় যারা কোনো নির্দিষ্ট এলাকা, শহর বা দেশে বসবাস করে। দক্ষ ও কুশলী জনসংখ্যা হলো উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, তা নির্ভর করে কর্মক্ষম জনসংখ্যার উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনশীলতা নির্ভরকরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং দক্ষতার উপর। কিন্তু যখন কোনো দেশের জনসংখ্যা প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় কম বা বেশি হয় এবং তা জাতীয় কল্যাণ ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে তখন তা সমস্যায় পরিণত হয়। জনসংখ্যা দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্ভাব্য সম্পদের তুলনায় অধিক হলে তাকে জনসংখ্যাস্ফীতি বলা হয়। জনসংখ্যাস্ফীতিরই একটি সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস বলেন, "যদি কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে অধিক হয় তবে জনসংখ্যার সেই পরিস্থিতিকে জনসংখ্যা স্ফীতি বলে।" অর্থাৎ বলা যায়, কোনো দেশের জনসংখ্যা যখন আকস্মিকভাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে দেশের সামাগ্রিক আর্থ-সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে তখন তাকে জনবিস্ফোরণ বলা হয় এবং এরূপ অবস্থাকে জনসংখ্যা সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৩.৩.২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার প্রকৃতি জনআধিক্য। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী তৎকালীন বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ৭,৬৩,৯৮,০০০ জন। কিন্তু ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী তৎকালীন বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ১৪,২৩,১৯,০০০ জন যা বাংলাদেশের সম্পদ ও ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং বাংলাদেশের জনসংখ্যার আধিক্য একটি বড় সমস্যা। এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পশ্চাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ের ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. **উচ্চ জন্মহার:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ উচ্চ জন্মহার। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ১.৩৪। এই উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে।

২. **তুলনামূলক নিম্ন মৃত্যুহার:** বর্তমানে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে এসেছে এবং জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তুলনামূলক নিম্ন মৃত্যুহার জনসংখ্যার আধিক্য সৃষ্টি করছে।

৩. **অধিক শিশু মৃত্যুহার:** এদেশের শিশু মৃত্যুহার অধিক হওয়ার কারণে শিশু মৃত্যুর আশঙ্কা পিতামাতাকে অধিক সন্তান গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। অধিক সন্তান গ্রহণও জনসংখ্যাধিক্যের জন্য দায়ী।

৪. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ:** বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বহুল প্রচলন রয়েছে। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। UNFPA–এর তথ্যানুযায়ী এদেশের ৫০ ভাগেরও বেশি নারী ১৯ বছর বয়সের পূর্বেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেয় এবং সমগ্র জীবনব্যাপী তাদের বহুবিধ সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা থাকে।

৫. **উচ্চ প্রজনন ক্ষমতা:** অনেকে মনে করেন ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপ্রণালী প্রভৃতি কারণে এদেশের নারীদের প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি যা অধিক সন্তান জন্মদানে ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. **অনিয়ন্ত্রিত সন্তান জন্মদান:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত সন্তান জন্মদান। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও জন্ম নিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রভাবে সন্তান সন্মাদানের প্রবণতা অধিক। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ র‍্যাগনার নার্কস দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন যা চিত্র তুলে ধরা হলো:

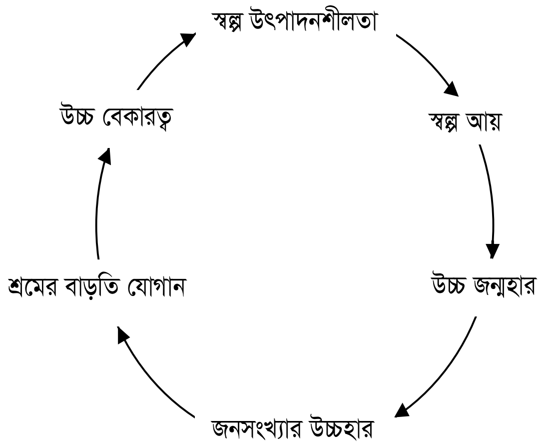

চিত্র ৩.২.১ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও প্রভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও পরোক্ষ বিভিন্ন কারণ কাজ করে। এগুলো হলো:

ক. অজ্ঞ, অসচেতন ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী জীবনযাপন সম্পর্কে উদাসীন। তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে;

গ. একাধিক কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে;

ঘ. ধর্মীয় কুসংস্কার যেমন, 'মুখ দেবেন যিনি আহার দেবেন তিনি' প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে;

ঙ. ভৌগোলিক কারণে এদেশের জনগণ অল্প সময়ে প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে অধিক; এবং

চ. রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতায় জনগণের মাঝে হতাশা ও কর্মবিমুখতা জন্ম দেয়। এরূপ অবস্থায় গৃহবন্দী জগগণের অধিক সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩.২.৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। এদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ হলেও আদমশুমারি ২০১১-এর তথ্য অনুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা ১৪,২৩,১৯,০০০। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৬৪ জন বাস করে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে এদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়েছে। তাই ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা সমস্যাকে এদেশের একনম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে না পারলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটবে এবং খাদ্য, বস্ত্র, ভূমিসহ বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মানের উপর হুমকি সৃষ্টি করবে।

সারসংক্ষেপ

কোনো দেশের জনসংখ্যা আকস্মিকভাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে আর্থ-সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলে তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলা হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা এদেশের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ভূমিসহ জীবনযাত্রার মানের উপর চরম নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত?

ক) ১৪, ২৩, ১৯, ০০০ খ) ১৬, ৬০, ৬০, ০০০

গ) ১১, ১৪, ১৯, ০০০ ঘ) ১২, ৩২, ১৬, ০০০

২। এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কত শতাংশ?.

ক) ১.২২ খ) ১.৩৪

গ) ১.৪৫ ঘ) ১.৫২

পাঠ-৩.৪ জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব ও জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Population Problem and the Role of Social Worker to Combat the Population Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৪.১ জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৪.২ জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সামজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৪.১ জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ যে কোনো দেশের জন্য একটি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। কোনো কোনো দিক বিবেচনায় এটি যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা সমস্যা এদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছে। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব তুলে ধরা হলো:

১. মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা আবশ্যক। কিন্তু এই চাহিদা পূরণে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে জনসংখ্যা স্ফীতি।

২. অধিক জনসংখ্যার কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণে অপূর্ণতা সৃষ্টি হয় যা থেকে জন্ম নেয় হতাশা, ব্যর্থতা এবং অসন্তুষ্টি। এর ফলে পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক ভাঙন ঘটে থাকে।

৩. জনসংখ্যার আধিক্য সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি জীবনে হতাশা, ব্যর্থতা, অশান্তি, খুন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তির নেপথ্যে জনসংখ্যার আধিক্যজনিত প্রভাব রয়েছে।

৪. অধিক জনসংখ্যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। আবাদী জমির উপর অধিক চাপ, সঞ্চয় ও মূলধনের সংকোচন ও শিল্পোন্নয়নকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। যার ফলে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. অধিক জনসংখ্যা সার্বিক ইকোলজির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যাজনিত অধিক চাপ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে কলুষিত করে, স্বাস্থ্যখাতকে বিপর্যস্ত করে এবং পরিবেশকে ভারসাম্যহীন করে।

৬. অধিক জনসংখ্যার যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় না। নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটে। জীবকার প্রয়োজনে অনেকেই অপরাধকে বেছে নেয়।

৩.৪.২ জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অধিক। দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে এর আশু সমাধান আবশ্যক। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন–

১. দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে অধিক জনসংখ্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সচেতনতামূলক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় ও পর্যাপ্ত করে তোলা।

২. বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল ও ভয়াবহতাকে তুলে ধরতে সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা ও উদ্বুদ্ধ করা।

৩. সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও আইনানুগ ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা।

৪. পর্যাপ্ত আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচিতে বেকারদের উদ্বুদ্ধ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৫. অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে জনসংখ্যার আধিক্য বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা।

৬. পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭. রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকার ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. জনগণের প্রথাগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে উন্নয়নমুখী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা।

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যা সমস্যা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে অপূর্ণতা সৃষ্টি করে এবং এ থেকে মানুষের মাঝে নেমে আসে হতাশা, ব্যর্থতা অসন্তুষ্টি। হতাশা ও ব্যর্থতা থেকে মানুষ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পরে। জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে একজন সমাজকর্মী ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। জনসংখ্যা সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব কোনটি?
ক) ব্যক্তির জীবনকে সহজতর করে
খ) জীবনযাত্রার মান উন্নত করে
গ) ব্যক্তির জীবনকে সমস্যাগ্রস্ত করে তোলে
ঘ) জীবনকে আরামপ্রদ করে

২। জনবিস্ফোরণ হলো–
ক) জনসংখ্যাস্ফীতির বৃহত্তর রূপ
খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ) খাদ্য ঘাটতি
ঘ) জনাধিক্য

পাঠ-৩.৫ বেকারত্বের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Unemployment)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৫.১ বেকারত্বের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

৩.৫.২ বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৫.১ বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।।

৩.৫.১ বেকারত্বের ধারণা

বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ সমস্যা বেকারত্ব। শিল্পোন্নত বা অনুন্নত সবদেশেই কম-বেশি বেকারত্ব বিরাজমান। বেকারত্ব বিশ্বব্যাপী এক মানবিক, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা যার প্রভাবে সমাজে দেখা দেয় বহুমুখী সমস্যা। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো বেকারত্ব। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করছে।

বেকারত্ব বলতে সাধারণভাবে মানুষের কর্মহীনতাকে বোঝানো হয়। কোনো ব্যক্তি যদি আয়-উপার্জনমূলক কোনো কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে তবে ব্যক্তির ঐ অবস্থাকেই সাধারণ দৃষ্টিতে বেকারত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে কর্মহীন থাকতে পারে। ইচ্ছাকৃত বেকারত্বকে অর্থনীতিতে বেকারত্ব ধরা হয় না। আবার শারীরিক বা মানসিকভাবে কাজ করতে অক্ষমদের যেমন– শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গদের বেকার বলা যায় না। বেকার বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যাতে কর্মক্ষম শ্রমিক বর্তমান মজুরিতে কর্মে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কর্মে নিয়োগ লাভে সক্ষম হয় না। কর্মক্ষম শ্রমিকের অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাকে বেকারত্ব বলা হয়।

চিত্র ৩.৫.১ : বেকারত্ব সমস্যা

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "বেকারত্ব হলো এমন কর্মহীন অবস্থা, যে অবস্থায় কর্মক্ষম ব্যক্তি কর্মহীনতার প্রভাবে নিজের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা স্বাধীনভাবে পূরণে অক্ষম হয়"।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পিগুর (A. C. Pigu) মতে, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে, প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় অথচ কাজ না পাওয়ায়, তখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়, সে অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।"

অর্থাৎ কর্ম লাভের স্পৃহা এবং কর্ম লাভের চেষ্টা চালিয়েও কর্মের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সৃষ্ট সক্ষম ব্যক্তির কর্মহীন অবস্থাই বেকারত্ব।

৩.৫.২ বেকারত্বের কারণ

বাংলাদেশের বেকার সমস্যার পেছনে আর্থ-সামাজিক বহুবিধ বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার পেছনে দায়ী বিভিন্ন কারণসমূহের উপর আলোকপাত করা হলো:

১. **অধিক জনসংখ্যা:** বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট এই দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৪,২৩,১৯,০০০ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৪। এই বিপুল জনসংখ্যাই এদেশের অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মত বেকারত্বের পেছনে দায়ী মূল কারণ। জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মের সুযোগ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

২. **কর্মের সীমিত সুযোগ:** অধিক জনসংখ্যা এবং এর ফলে কর্মের স্বল্পতা এই দুই উপাদান বেকারত্বকে চরম পর্যায়ে উপনীত করছে। কর্মের সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠী কর্মহীন বেকার জীবন যাপন করছে।

৩. **কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি:** এদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। আবহাওয়া বা ঋতু পরিবর্তনের সাথে কৃষি কাজের বিষয়টি সম্পর্কিত। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষকের কর্মে

নিযুক্ত হবার বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক জমিতে বছরে একবার ফসল হয়। সেক্ষেত্রে বাকী সময় কৃষকদের কর্মহীন থাকতে দেখা যায।

৪. **শিল্পের বিকাশ না হওয়া:** এদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিল্পের বিকাশ পরিপূর্ণভাবে লাভ করে নি। মোট শ্রমশক্তির মাঝে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। শিল্পে অনগ্রসরতার জন্য সাধারণ মানুষের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না।

৫. **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা:** এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও বেকার সমস্যা তৈরির জন্য বহুলাংশে দায়ী। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে পারছে না। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা সম্পূর্ণই শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান। কারিগরি, কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ স্বল্প। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে বড় পরিসরে স্বকর্মস্থান সৃষ্টিও সম্ভব হচ্ছে না।

৬. **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** এদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা নিত্যসঙ্গী। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য বড় বড় বিদেশি বিনিয়োগ প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হারাচ্ছে।

৭. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে পরিচিত। বন্যা, ঘুর্ণিঝর, জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদীভাঙন প্রভৃতি বাংলাদেশের সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিবছরই বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে পড়ছে।

৮. **নিরক্ষরতা:** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বিপুলসংখ্যক মানুষ নিরক্ষর ও অজ্ঞ। এসব মানুষ জীবন সম্পর্কে সচেতন নয় এবং অনেক কাজের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতাও তাদের নেই।

৯. **মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি:** এদেশের প্রচলিত মূল্যবোধ বেকারত্বের জন্য দায়ী। এদেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ নারী কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধে এখনো বিশ্বাস করা হয় নারী কেবল ঘরের কাজ করবে এবং বাইরের কাজে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না। এতে বেকার তথা নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. **দারিদ্র্য:** বেকারত্ব দারিদ্র্য সৃষ্টি করে আবার দারিদ্র্যের কারণেও বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেকেই শিক্ষা ও বিভিন্ন সুযোগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজেকে কার্মের উপযোগী দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারে না।

৩.৫.২ বাংলাদেশে বেকারত্ব পরিস্থিতি

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৯ সালের তথ্যানুযায়ী এদেশে মোট শ্রমশক্তি ৫ কোটি ৩৭ লাখ। এর মধ্যে ৫ কোটি ১০ লাখ কাজে নিয়োজিত এবং ২৭ লাখ বেকার। নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার তুলে ধরা হলো–

সারণি ৩.৫.১ : ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বেকারত্বের হার

জরিপের সন	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-২০০০	২০০২-২০০৩	২০০৫-০৬	২০১০
উভয়লিঙ্গ	৩.৫	৪.৩	৪.৩	৪.৩	৪.৫
পুরুষ	২.৮	৩.৪	৪.২	৩.৪	৪.১
মহিলা	৭.৮	৭.৮	৪.৯	৭.০	৫.৭

(উৎস: পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০৪ এবং ২০১১, শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান প্যাকেট বুক, ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী শতকরা ৪.৫০ ভাগ পুরুষ এবং ৭.৭০ ভাগ মহিলা বেকার। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী বেকারত্বের হার ৪.৫ শতাংশ; যা ২০০৫-০৬ সালে ছিল ৪.৩ শতাংশ। মোট বেকারের সংখ্যা ২০০৫-৬ সালের ২১ লাখ চার হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ২৫ লাখ ৬৮ হাজারে পৌঁছে। ২০১০ সালে পুরুষ শ্রমশক্তির শতকরা ৪.১ ভাগ এবং নারীর ৫.৭ ভাগ বেকার ছিল।

সারসংক্ষেপ

কাজ করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে কর্মলাভে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সক্ষম ব্যক্তির কর্মহীন অবস্থাই হলো বেকারত্ব। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদেশে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হওয়ার ফলে বেকারত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বেকারত্ব দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং ক্রমাগতভাবে বেকার ব্যক্তিকে সুবিধা বঞ্চিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়?
   ক) সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ না পাওয়া খ) কাজ করতে অনীহা
   গ) শারীরিক অক্ষমতা ঘ) অলসতা

২। বর্তমানে এদেশে বেকারত্বের সংখ্যা কত?
   ক) ২০ লাখ খ) ২৭ লাখ
   গ) ৩০ লাখ ঘ) ৩৫ লাখ

পাঠ-৩.৬ বেকারত্বের প্রভাব ও বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Unemployment and the Role of Social Worker to Combat Unemployment)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৬.১ বেকারত্ব সমস্যার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৬.২ বেকারত্ব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা কী তা লিখতে পারবেন।

৩.৬.১ বেকারত্বের প্রভাব

বেকার সমস্যার বিরূপ প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী। বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম মৌল সমস্যা। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় বেকারত্ব। বেকারত্ব কর্মক্ষম জীবন ও মানবতার অবমাননা, সমাজজীবনের অভিশাপ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে বেকারত্বের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাবগুলো আলোচনা করা হলো:

১. একজন বেকার ব্যাক্তি বেকারত্বের ফলে সামঞ্জস্যহীনতার শিকার হয়ে আত্ম-মর্যাদাহীন এবং প্রতিনিয়ত হতাশা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়।

২. বেকারত্ব ব্যক্তির পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে। উপার্জনক্ষম সদস্য যদি বেকার হয়ে পড়ে তাহলে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা অনিশ্চিতার সম্মুখীন হয়।

৩. বেকারত্ব সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেকারত্বের কারণে ব্যক্তি সমাজ নির্ধারিত জীবনমান বজায় রাখতে না পেরে সমাজবিরোধী আচরণে জড়িয়ে পড়ে।

৪. বেকারত্বের প্রভাবে বাংলাদেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৫. বেকারত্ব কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে হতাশা ও ব্যর্থতার জন্ম দেয়। বেকারত্বজনিত হতাশার প্রভাবে মানুষ সমাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, যা সামাজিক সংঘাত ও কলহ সৃষ্টি করে।

৬. বেকারত্বের শিকার বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেদের গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত করতে পারছে না।

৭. বেকারত্বের ফলে কর্মক্ষম ব্যক্তি বৈধ উপায়ে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয় যা সামাজিক সমস্যা উদ্রেক করে।

৮. দাম্পত্যকলহ, বিবাহবিচ্ছেদ, আত্মহত্যা প্রভৃতি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেকারত্ব অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

৯. বেকারত্ব নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করছে। কর্মক্ষম নির্ভরশীল বেকার লোক সমাজের বোঝাস্বরূপ।

১০. যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বেকারত্ব ফলে মানব সম্পদের অপচয় হয়।

৩.৬.২ বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বেকারত্ব একটি মৌলিক সামাজিক সমস্যা। অন্যান্য সামাজিক সমস্যার ন্যায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ থেকে বেকারত্ব নামক অভিশাপ দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নরূপ:

১. সমাজকর্মী গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা, বয়স, বেকারত্বের ধরন, কারণ, শিক্ষাগত ও কারিগরী দক্ষতা প্রভৃতি অনুসারে বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন;

২. বেকারত্ব প্রতিরোধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারেন;

৩. বেকারত্ব নিরসনে সমাজকর্মী বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা হতে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন;

৪. সমাজকর্মী শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন;

৫. নারী, বিকলাঙ্গ ও সক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেন;
৬. প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ যা বেকারত্ব ও নির্ভরশীলতা বজায় রাখে তা দূরীকরণে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন;
৭. বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সামাজিক মূল্যবোধের আশ্রয় নিয়ে ব্যাপক প্রেষণামূলক প্রচারণা চালাতে পারেন; এবং
৮. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অস্থিতিশীলতা বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

বেকারত্বের ফলে একজন ব্যক্তি আত্মমর্যাদাহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ব্যক্তির মধ্যে হতাশা ও গ্লানিবোধ কাজ করে। হতাশা ও হীনমন্যতা থেকে বেকার ব্যক্তি নানাবিধ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন যা সমাজের জন্য ভয়াবহ। একজন সমাজকর্মী উদ্দীপণামূলক স্পৃহা জাগিয়ে ও প্রেষিত করে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বেকারত্ব ব্যক্তির মাঝে নিচের কোনটি পরিলক্ষিত হয়?
ক) হতাশা সৃষ্টি করে খ) প্রেষিত করে
গ) কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ঘ) উদ্দীপ্ত করে

২। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি-
ক) স্বকর্মসংস্থান লাভ করতে পারেন খ) বেকার হতে পারেন
গ) গ্লানিবোধে ভুগতে পারেন ঘ) হতাশাগ্রস্ত হতে পারেন

পাঠ-৩.৭ অপুষ্টির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Malnutrition)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৭.১ অপুষ্টির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
৩.৭.২ বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.৭.১ বাংলাদেশে অপুষ্টি সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৭.১ অপুষ্টির ধারণা

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৃদ্ধি পুষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের উপর নির্ভর করে মানবীয় বৃদ্ধি ও বিকাশ। পুষ্টি কোনো খাদ্য নয়, বরং এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদান পরিপাক ও পরিশোধিত হয়ে তা সমগ্র দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে পুষ্টি বলা হয়। সহজকথায়, দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বা খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের আধিক্য ঘটলে শরীরের যে অস্বাভাবিক লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, তাকে অপুষ্টি বলা হয়। খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত বারসাম্যহীনতার কারণে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলোকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। খাদ্যের এই পুষ্টি উপাদানগুলোর মোট পরিমাণ দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় কম হলে তাকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বা malnutrition বলে। মানববৃদ্ধি ও বিকাশের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো অপুষ্টি। দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী অপরিমিত পুষ্টি উপাদান বিশিষ্ট্য খাদ্য ক্রমাগত গ্রহণ করার ফলে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদির অভাবে কিছু রোগের লক্ষণাদি দেখা দিলেও তাকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলা হয়। বয়স ও দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন তার অভাব ঘটলে অথবা পুষ্টি উপাদানের আধিক্যের কারণে অপুষ্টি দেখা দিতে পারে।

চিত্র ৩.৭.১ : অপুষ্টির শিকার মা ও শিশু

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "অপুষ্টি হলো এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যা সাধারণভাবে তবে আবশ্যকীয়ভাবে নয়, শারীরিক দুর্বলতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার অপর্যাপ্ত পরিমানে গ্রহণের প্রভাবে অপুষ্টি দেখা দেয়।" নিচে একটি চিত্রের মাধ্যমে অপুষ্টির বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো:

অপুষ্টি ←

- দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমানগত ও গুণগত দিক হতে কম খাদ্য গ্রহণ।
- খাদ্যের মধ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব।
- দেহের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ।
- প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণে পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ।

চিত্র ৩.৭.২ : অপুষ্টির বৈশিষ্ট্য

অর্থাৎ দেহের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অপরিমিত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে অথবা খাদ্যের মধ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত কারণে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত অবস্থাকেই অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলা হয়।

৩.৭.২ অপুষ্টির কারণ

বাংলাদেশে অপুষ্টির বর্তমান অবস্থা কোনো একক কারণের ফলশ্রুতি নয় বরং এর সাথে অন্যান্য অনেক কারণ বিভিন্নভাবে পুষ্টিহীনতাকে ব্যাপকতর করে তুলেছে। অপুষ্টি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় সমস্যা। অপুষ্টির কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **খাদ্যে আমিষ ও ক্যালরির ক্রমাগত ঘাটতি:** খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট অপুষ্টিকে প্রোটিন শক্তির ঘাটতিজনিত অপুষ্টি বলা হয়ে থাকে। প্রোটিন শক্তির অভাবজনিত কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পায়, শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়, পানিস্বল্পতা ও ডায়রিয়া এবং রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

২. **ভিটামিন এ, ই ও ডি এর অভাব:** ভিটামিন দেহের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেহের বৃদ্ধিসাধন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শক্তি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিনের প্রভাবে খাদ্যের প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহ উপাদানের পরিপাক ও বিপাক সম্পন্ন হয়। ভিটামিন এ, ই ও ডি এর অভাবজনিত কারণ পুষ্টিহীনতা নির্দেশ করে।

৩. **অর্থনৈতিক কারণ:** অর্থনৈতিক কারণে দারিদ্র্য, অনুন্নত জীবনযাত্রা ও উৎপাদনে অপ্রাচুর্য্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগণের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। অর্থনৈতিক বৈষম্যও সার্বিক পুষ্টি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে থাকে।

৪. **জমির তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য:** বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আর জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৪কোটি। এদেশে মাথাপিছু আবদী জমির পরিমান .১০ হেক্টরের মত। কিন্তু এই জমি সবার সমপরিমান নেই, কোনো পরিবারের আছে অনেক বেশি আবার কোনো পরিবারের মোটেও নেই। মাথাপিছু এত অল্প পরিমাণ এবং জমির নিম্ন উৎপাদনশীলতা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাছাড়া এদেশের জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে বঞ্চিত করছে।

৫. **জমির নিম্ন উৎপাদনশীলতা:** এদেশে জমির হেক্টর প্রতি ফলন কম হয়। অনেক জমিতেই সাধারণত বছরে একটি ফসল হয়। উন্নত দেশগুলোর জমিতে বছরে তিন-চারটা ফসল হয়। তাছাড়া এদেশের কৃষকরা উন্নত চাষ পদ্ধতিও জানে না। ফলে মানুষ পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয়।

৬. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ:** বাংলাদেশে বিদ্যমান পুষ্টিহীনতার পেছনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কতগুলো কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পুষ্টি জ্ঞানের অভাব ও নিরক্ষতা, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে খাদ্য বর্জন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭. **পরিবেশগত কারণ:** পরিবেশগত দিক অপুষ্টির বড় কারণ। অনুন্নত, অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন অপুষ্টি সৃষ্টি করে। এটি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্রুটি, দূষিত পানি, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি অপুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করে।

৮. **প্রাকৃতিক বিপর্যয়:** আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি ফসল ও জনজীবনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় পুষ্টিহীনতাকে চরমভাবে বৃদ্ধি করে।

৯. **রাজনৈতিক কারণ:** রাজনৈতিক মতাদর্শে বিরোধীতার জন্য দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি কমে। আন্তর্জাতিকভাবেও পুষ্টিকর খাদ্যের সুষম বণ্টন হয় না। প্রচ্ছন্নভাবে তা নিম্ন আয়ের মানুষদের পুষ্টিহীন করে রাখে।

৩.৭.৩ বাংলাদেশের অপুষ্টি পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী মোট জনগোষ্ঠীর বিরাট সংখ্যক বিশেষ করে মা ও শিশু প্রোটিন শক্তির অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। মাথাপিছু প্রোটিন গ্রহণের গড় পরিমাণ মাত্র ৬৩ গ্রাম। শিশু জন্মের সময় ওজন যদি ২.৫ কেজির কম হয় তবে তাকে কম ওজনের শিশু বলা হয়। এদেশের ৫০ভাগ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়। এদেশে শিশুদের ১.৭৮ ভাগ ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানায় আক্রান্ত। ৩৫.৩ ভাগ প্রসূতি মা এবং ১৩-১৯ বছর বয়সী নারীদের ২৭.৮ ভাগ অপুষ্টিজনিত রক্তস্বল্পতার শিকার। এদেশের শতকরা নয় ভাগ আয়োডিনের অভাবে দৃশ্যমান গলগণ্ডে আক্রান্ত।

সারসংক্ষেপ

প্রয়োজনের তুলনায় অপরিমিত খাদ্য গ্রহণের ফলে কিংবা খাদ্যের মধ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত কারণে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত অবস্থাই হলো অপুষ্টি। এদেশে দারিদ্র্য ও অসচেতন জীবন প্রণালিগত কারণে বহুসংখ্যক মানুষ অপুষ্টির শিকার। রক্তস্বল্পতা, গলগণ্ড, অল্প ওজন প্রভৃতি অপুষ্টিজনিত সমস্যা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। রক্তাল্পতা কী?
- ক) সামাজিক সমস্যা
- খ) অপুষ্টিজনিত রোগ
- গ) মানসিক সমস্যা
- ঘ) দৈহিক ঘাটতি জনিত সমস্যা

২। দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান কয়টি?
- ক) ৪টি
- খ) ৫টি
- গ) ৬টি
- ঘ) ৭টি

পাঠ-৩.৮ অপুষ্টির প্রভাব ও অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Malnutrition and the Role of Social Worker to Combat Malnutrition)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৮.১ অপুষ্টির প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.৮.২ অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৮.১ অপুষ্টির প্রভাব

অপুষ্টি সমস্যা একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজবিকাশের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রতিবছর এই পুষ্টিহীন পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে। অপুষ্টিজনিত যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা হলো:

১. পুষ্টি উপাদানের অভাবে নানাবিধ স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয় যেমন– ম্যারাসমাস, কোয়ারশিয়রকর, শরীরের তাপমাত্রা খুব বেশি হ্রাস পায়, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পায়, মারাত্মক পানি স্বল্পতা ও ডায়রিয়া দেখা যায়।
২. নবজাতক কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
৩. এদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড ও ভিটামিন এ এর অভাবে রাতকানা রোগে আক্রান্ত।
৪. এদেশের প্রসূতি ও বয়ঃসন্ধিক্ষণে থাকা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী অপুষ্টিজনিত রক্তশূণ্যতার শিকার।
৫. অপুষ্টিজনিত কারণে প্রায়শই শিশু বিভিন্ন ধরনের রোগে যেমন– হাম, অন্ত্রের প্রদাহ, রিকেটস প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়।
৬. অপুষ্টিজনিত কারণে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক যুবাদের স্বাস্থ্যগঠন বিঘ্নিত হয়।
৭. অপুষ্টির শিকার মা অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয় এবং অধিক মেধাসম্পন্ন হিসেবে এসব সন্তান বেড়ে উঠতে পারে না।
৮. পুষ্টিহীনতা মাতৃমুত্যু ও শিশুমৃত্যুর জন্যও দায়ী থাকে।

৩.৮.২ অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

দারিদ্র্য ও অপুষ্টির সমস্যা যেহেতু পরস্পর জড়িত সেহেতু অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং জাতীয়ভিত্তিতে পুষ্টিহীনতা সমাধানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে যে পর্যাপ্ত মানবিক ও বৈষয়িক সম্পদ রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো হলে জনগণের পুষ্টিগত সমস্যা উন্নয়ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী যে ভূমিকা রাখতে পারেন:

১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে, অনাবাদী বা পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করতে ও কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে উদ্ধুদ্ধ করা;
২. সাধারণ জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা;
৩. জনসংখ্যা রোধে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্ধুদ্ধ করা;
৪. খাদ্য ও পুষ্টিবান্ধব নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে উদ্ধুদ্ধ করা;
৫. নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ভর্তুকি প্রদত্ত খাদ্য প্রদান ও সুষম খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করতে সরকারকে উদ্ধুদ্ধ করা;
৬. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা তৈরি ও সরকারকে উদ্ধুদ্ধ করা;
৭. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সাধারণ জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করা;
৮. পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টিকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধসমূহ দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা; এবং
৯. স্বাস্থ্যবান্ধব সচেতন জীবনযাপন করতে জনসমষ্টিকে উদ্ধুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা।

সারসংক্ষেপ

অপুষ্টিজনিত কারণে নানাবিধ স্বাস্থগত সমস্যা যেমন– ম্যারাসমাস, কোয়ারশিয়র, রক্তস্বল্পতা, আয়োডিনের অভাব, অস্বাভাবিক কম ওজন প্রভৃতি হয়ে থাকে। পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে অপুষ্টি দূর করা সম্ভব। একজন সমাজকর্মী জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিকরণের মাধ্যমে অপুষ্টি মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ভিটামিন এ এর অভাবে কোন রোগ হয়?

ক) গলগণ্ড রোগ হয় খ) রাতকানা রোগ হয়
গ) কোয়ারশিয়র হয় ঘ) মেরাসমাস হয়

২। এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রসূতি কোন সমস্যায় আক্রান্ত হয়?

ক) রক্তস্বল্পতায় ভোগে খ) পানিশূণ্যতায় ভোগে
গ) পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করে ঘ) পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ পায়

পাঠ-৩.৯ যৌতুকের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Dowry)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৯.১ যৌতুক ধারণাটির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৯.২ বাংলাদেশে যৌতুকের কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

৩.৯.৩ বাংলাদেশে যৌতুক সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৯.১ যৌতুকের ধারণা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী কিন্তু নারীর প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথাগত মূল্যবোধ ও সংস্কার এবং কালের আবর্তে চলে আসা রীতি বর্তমান প্রেক্ষাপটেও নারীকল্যাণ ও নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছে। প্রথাগত সামাজিক কিছু সংস্কার, রীতি-নীতি ও অনুশাসনের বেড়াজালে নারী নানামুখী সমস্যার আবর্তে জড়িত। যৌতুক হচ্ছে এদেশের নারীসমাজের জন্য এক ভয়াবহ ও নির্মম প্রথা যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অতীতে একে পণপ্রথা বলা হত এবং বর্তমানে পরিবর্তিতরূপে যৌতুকপ্রথা হিসেবে পরিচিত। যৌতুকপ্রথার পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিন্দুসমাজ থেকে এর উৎপত্তি। হিন্দু আইনে পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃতি না থাকায় কন্যা পাত্রস্থ করার সময় নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দেয়ার প্রথা হিন্দুসমাজে ঐতিহ্যগতভাবে চলে এসেছে। সময়ের আবর্তে তা পুরো সমাজব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং সর্বনাশা রূপ ধারণ করেছে। মূলত যৌতুক একটি সামাজিক কুপ্রথা, যাতে কণ্যা পাত্রস্থ করার সময় কনে ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী, অলঙ্কার বা অন্যকোনো আর্থিক সুবিধাদানে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করা হয়। সাধারণ কথায়, বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। অনেকেই যৌতুককে ডিমান্ড বা দাবী বলে উল্লেখ করেন। ১৯৮০ সালের Dowry Prohibition Act অনুসারে যৌতুক বলতে "বিবাহে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে অথবা বিবাহের কোনো এক পক্ষের পিতামাতা কর্তৃক বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোনো ব্যক্তিকে, বিবাহকালে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোনো কালে উক্ত পক্ষগণের বিবাহের পণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করতে সম্মত যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝায়।"

৩.৯.২ যৌতুকের কারণ

১. **পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ:** এদেশের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষশাসিত এই সমাজব্যবস্থায় পুরুষ পরিবারের প্রধান হিসেবে নারীর উপর আধিপত্য কায়েম করে। সমাজব্যবস্থায় পুরুষ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং নারী নিম্ন মর্যাদার গৌণ সত্ত্বা বিশেষ। পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিয়েই নারীর জীবনের মর্যাদার উত্তরণ ও সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিবেচিত হয় এবং কণ্যার বাবা-মা সুপাত্র লাভের আশায় যৌতুক প্রদানের মনোভাব পোষণ করে এবং যৌতুক দিয়ে থাকে।

২. **ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা:** অতীতকাল হতেই সমাজে যৌতুকের প্রচলন রয়েছে, সামাজিক অনুমোদন রয়েছে এবং সামাজিক অনুশাসনের একটি অংশ হওয়ায় বিয়েতে যৌতুককে সঙ্গত মনে করা হয়। নারীর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, পৈত্রিক উত্তরাধিকার স্বীকৃত না হওয়া এবং স্বামীর উপর জীবনব্যাপী নির্ভরশীল থাকবে বিধায় নারীকে পাত্রস্ত করাতে যৌতুক প্রথার প্রচলন হয় ।

৩. **দারিদ্র্য:** দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা যৌতুকের অন্যতম কারণ। অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের বিয়ে দিয়ে আর্থিক দুর্দশা লাঘবের প্রবণতা লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বেকার যুবক অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যৌতুকের জন্য বিয়ে করে থাকে।

৪. **আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদা:** অনেক ধনী পরিবার বিয়ের ক্ষেত্রে বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিয়েতে যৌতুক দেয়া-নেয়া করে থাকে। তাদের ধারণা বিয়েতে পর্যাপ্ত উপঢৌকন দেয়া-নেয়া সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক।

৫. **কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার মানসিকতা:** এদেশে একশ্রেণির কন্যা দায়গ্রস্ত পিতামাতার মধ্যে বিয়েতে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করে বর ক্রয়ের মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। ভাল বর প্রাপ্তি কিংবা মেয়ে অধিক বয়সী বা অসুন্দরী হলে মেয়ের বাবা-মার মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা লক্ষণীয়।

৬. **সামাজিক রেওয়াজ:** যৌতুক এখন সামাজিক রেওয়াজ এ পরিণত হয়েছে। যৌতুক আদান-প্রদান ব্যতীত কোনো বিয়ে হতে পারে অনেকে তা ভাবতেই পারেন না। সামাজিক কু-প্রথা হিসেবে যৌতুক সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

৭. **দুর্নীতি ও কালোটাকার প্রভাব:** সমাজে ভয়াবহ দুর্নীতি ও কালোটাকার প্রভাবে এক শ্রেণি অঢেল সম্পত্তির মালিক যারা যৌতুককে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের একটি খাত মনে করে। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে বিপুল অর্থ ব্যয় করে আভিজাত্য জাহির করে।

৮. **হিন্দুধর্মেয় প্রভাব:** হিন্দুধর্মের কিছু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যৌতুক প্রদানের কথা বলা আছে। হিন্দুমেয়েদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার না থাকায় বিয়ের সময় তাদের নগদ অর্থ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রের প্রভাব মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছে।

৯. **যৌতুক বিরোধী সামাজিক আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থতা:** বিয়েতে যৌতুক বন্ধে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন প্রণয়ন করা হলেও এর বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আইন মেনে চলার অভ্যাস না থাকায় যৌতুক নিরোধ সম্ভব হচ্ছে না।

৩.৯.৩ যৌতুক পরিস্থিতি

যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পরে দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। পরিবারে শান্তি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিগত বছর ১৮৭৬ টি যৌতুক সংক্রান্ত নারী নির্যাতনমূলক ঘটনা ঘটেছে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। যৌতুকের লোভে গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে এবং অসম্পূর্ণ মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব লাভের হার বাড়ছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে যৌতুক এক সামাজিক কুপ্রথা যেখানে বিয়ের সময় বিয়ের উপঢৌকন হিসেবে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র প্রভৃতি দিতে বাধ্য হয়। মূলত প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজ থেকে এই প্রথার উৎপত্তি এবং বর্তমানে তা পুরো সমাজ জুড়ে বিস্তৃত। যৌতুককে কেন্দ্র করে নিত্য পারিবারিক কলহ, স্ত্রী নির্যাতন ও বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। যৌতুককে কী বলা হয়?

ক) সামাজিক কু-প্রথা খ) সামাজিক মূল্যবোধ
গ) সামাজিক নিয়ম ঘ) সামাজিক আইন

২। কোথা থেকে যৌতুকের উৎপত্তি হয়েছে?

ক) পাশ্চাত্য দর্শন থেকে খ) প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে
গ) মুসলিম বিবাহ রীতিতে ঘ) বহু যুগ পূর্বে

পাঠ-৩.১০ যৌতুকের প্রভাব ও যৌতুকপ্রথা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Dowry and the Role of Socila Worker to Combat the Dowry Practice)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১০.১ যৌতুকের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১০.২ যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১০.১ যৌতুকের প্রভাব

যৌতুক হৃদয়হীন, অমানবিক ও কলঙ্কিত সামাজিক অনাচার যা সর্বস্তরে বিরাজ করছে। সমাজজীবনে যৌতুকপ্রথার মারাত্মক প্রভাব তুলে ধরা হলো:

১. বাংলাদেশে আত্মহত্যা প্রবণতা সৃষ্টির সহায়ক যৌতুকপ্রথা। আত্মহত্যাকারী অধিকাংশই নারী এবং অধিকাংশ আত্মহত্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় দাম্পত্যকলহ ও নারী নির্যাতনকে। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করেই এসবের সৃষ্টি।

২. নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লাভের প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকপ্রথা নারীকে হেয় করে।

৩. কেবল যৌতুকের লোভেরবশবর্তী হয়ে অনেক ছেলে বিয়ে করে এবং বিয়ের অল্প কিছু দিন পরই দাম্পত্যকলহ শুরু হয় এবং এর পরিণামে নারীদের অহরহ নির্যাতন সইতে হয়।

৪. যৌতুকের লোভে গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ ও বর-কনের বয়সের অসাদৃশ্যপূর্ণ বিয়ে সংঘটিত হয়। এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক ও সন্তানের সামাজিকীকরণের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৫. অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হয়ে জীবনযাপন করে।

৬. যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে পরিবারে শান্তি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। দাম্পত্যকলহ, স্ত্রী নির্যাতন, বিবাহবিচ্ছেদ এমনকি স্ত্রী হত্যা প্রায়শই ঘটে থাকে।

চিত্র ৩.১০.১ : যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি

৩.১০.২ যৌতুকপ্রথা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

যৌতুকপ্রথা বাংলাদেশের শুধু সামাজিক সমস্যাই নয়, অনেক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণও বটে। যৌতুকপ্রথা কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সাথে এটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। মেয়েরা পণ্য নয়, বিবাহ ব্যবস্থা বাণিজ্যের মাধ্যম নয়, সমাজে নারীর সমমর্যাদা আছে, এরূপ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে যৌতুক প্রথা থাকতে পারে না। এরূপ যৌতুকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হলে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী যে ভূমিকা পালন করতে পারেন তা হলো:

১. যৌতুকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সমাজকর্মী সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন হলেও তার কোনো প্রয়োগ নেই। যৌতুক সংঘটিত হলে যৌতুক নিরোধ আইন প্রয়োগের জন্য সমাজকর্মী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. যারা যৌতুক প্রদান করবে এবং গ্রহণ করবে তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে সমাজকর্মী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করবেন ও জনমত গড়ে তুলবেন।

৪. নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য সামাজকর্মী ভূমিকা পালন করবেন। নারী কোনো পণ্য নয়, বিয়ে বাণিজ্যের মাধ্যম নয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করবেন।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সমাজকর্মী কাজ করবেন।

৬. স্বচ্ছল ও ধনীক শ্রেণির যৌতুক প্রবণতা রোধে সমাজকর্মী যৌতুকপ্রথাকে হেয়তর হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৭. যৌতুকের কারণে নির্যাতিত নারীদের আইনগত সহায়তা প্রাপ্তিতে সমাজকর্মী দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।

৮. সমাজকর্মী নৈতিক আদর্শ প্রচার করবেন এবং সমাজস্থ মানুষকে নৈতিকতার আলোয় দীক্ষিত করবেন।

সারসংক্ষেপ

যৌতুককে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত পারিবারিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, স্ত্রী নির্যাতন, দাম্পত্যকলহ, বিবাহবিচ্ছেদ, এমনকি স্ত্রী হত্যা পর্যন্ত ঘটে থাকে। যৌতুকের দাবী মেটাতে গিয়ে অনেক পিতা-মাতা নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং যৌতুকের লোভে অহরহ বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। একজন সমাজকর্মী যৌতুকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। যৌতুক নিচের কোনটির জন্য দায়ী?

ক) পারিবারিক শান্তি খ) শৃঙ্খলা
গ) পারিবারিক সম্প্রীতি ঘ) স্ত্রী নির্যাতন

২। কত সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয় ?

ক) ১৯৭৫ সালে খ) ১৯৭৭ সালে
গ) ১৯৮০ সালে ঘ) ১৯৮৩ সালে

পাঠ-৩.১১ বাল্যবিবাহের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Early Marriage)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১১.১ বাল্যবিবাহ ধারণাটি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৩.১১.২ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.১১.৩ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১১.১ বাল্যবিবাহের ধারণা

ঐতিহাসিকভাবে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পুরুষশাসিত সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে নারী সমাজে নিগৃহীত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। নারীর প্রতি সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গি নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা ও নারীকল্যাণের পথে অন্তরায়। সামাজিক কিছু কু-প্রথা, প্রচলন, রীতিনীতি, অভ্যাস নারী নির্যাতনের পথ প্রশস্ত করে এবং নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিঘ্নিত করে। এদেশে প্রচলিত বাল্যবিবাহ নারীর জন্য এমনই এক অভিশাপ। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হবার পূর্বেই জোরপূর্বক নারীকে বিয়ে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে নারীর শরীরতাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে এবং মানসিকভাবেও সে নতুন পরিবেশে নতুন জীবনে নিজেকে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না। মূলত শরীরতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই অল্প বয়সে কোনো নারীকে বিয়ে দেওয়ার যে সামাজিক প্রচলন রয়েছে তাকেই বলা হয় বাল্যবিবাহ। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮ বছরের নিচে কোনো নারীকে বিয়ে দেওয়া হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নারী বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হলেই পারিবারিকভাবে বিয়ে দেওয়ার জোর প্রচলন রয়েছে যদিও সেই সময় সে বিয়ে ও দাম্পত্যজীবনের জন্য অপ্রস্তুত থাকে।

চিত্র ৩.১১.১ : বাল্যবিবাহ

৩.১১.২ বাল্যবিবাহের কারণ

এদেশের প্রচলিত সামাজিক কিছু রীতিনীতি বাল্যবিবাহকে উসকে দেয়। বাল্যবিবাহের সাথে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে বেশ কিছু বিষয় জড়িত রয়েছে। বাল্যবিবাহের কারণসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **দারিদ্র্য:** দারিদ্র্যকে বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত পরিবারসমূহে জীবননির্বাহ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিশোরী মেয়ে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য হওয়ায় তার ভরণপোষণ পরিবারের জন্য বোঝাস্বরূপ। ফলে অতিদ্রুত বিয়ের মাধ্যমে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা হয়।

২. **সামাজিক রেওয়াজ:** আবহমানকাল ধরে এদেশের নারীর বয়স কৈশোরে পদার্পণের সাথে সাথে বিয়ের প্রচলন চলে আসছে। সামাজিক বিশ্বাস যাতে নারী রজঃস্বীলা হওয়ার সাথে সাথে তার বিয়ে দেওয়া উত্তম। সুতরাং সামাজিক রেওয়াজের বশবর্তী হয়ে বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়।

৩. **নিরাপত্তা:** এদেশের অপরাধপ্রবণ সামাজিক পরিবেশে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি পরিবারের কাছে অত্যন্ত উদ্বিগ্নের। মেয়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাবা-মার মধ্যে তার নিরাপত্তাজনিত দুঃশ্চিন্তা বাড়তে থাকে এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে তারা বাল্যবিবাহকেই বেছে নেয়।

৪. **ভাল বর পাওয়া:** এদেশের অনেক অভিভাবকরা বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলে মেয়েকে বিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে মেয়ের বয়সও তারা বিবেচনায় নেয় না। উপযুক্ত পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাল্যবিবাহ প্রদান করে।

৫. **সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা:** এদেশের গ্রামাঞ্চলে তীব্রভাবে কথিত আছে মেয়েরা 'কুড়িতেই বুড়ি'। বয়স হলে তার জন্য আর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাবে না। সুতরাং উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলে বাল্যকালেই বিয়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করে।

৬. **প্রথাগত নারীত্ব ধারণা:** পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রথাগতভাবে মনে করা হয় নারীর স্থান গৃহে এবং নারীর মূল কাজ সাংসারিক কর্ম সাধন করা। নারীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হওয়া নারীসুলভ নয়। নারীর নৈপুণ্যের ক্ষেত্র তার সংসার। সুতরাং যত দ্রুত তার বিয়ের ব্যবস্থা করে সংসারী করা যায় ততই মঙ্গল।

৭. **শিক্ষায় অনগ্রসরতা:** শিক্ষাক্ষেত্রে নারী অনগ্রসর। পরিবার থেকে ছেলেদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা হয়। মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ শিখতে বলা হয়। পরিবারের ছেলে সন্তানেরা নিজেদের লেখাপড়ায় ব্যস্ত বা আর্থিক খাতে ব্যস্ত থাকলেও মেয়েদের এরূপ সুযোগ সীমিত। তাই ভালপাত্রের সন্ধান পেলেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

৮. **বাবা-মার অজ্ঞতা:** বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাবা-মার অজ্ঞতা ও প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা অন্যতম কারণ। বাবা-মা বর্তমান জেন্ডার ভূমিকা বিষয়ক অজ্ঞ হলে এবং প্রচলিত ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে থাকলে বাল্যবিবাহ প্রদান করে থাকে।

৩.১১.৩ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ পরিস্থিতি

স্বাধীনতার পর থেকে নব্বইর দশক পর্যন্ত এদেশে বাল্যবিবাহ পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ছিল। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা, জনমত গঠন ও পরিবর্তিত যুগের প্রেক্ষাপটে জনসাধারণের মধ্যে তুলনামূলক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বাল্যবিবাহের হার কমে আসছে। কিন্তু এখানো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বাল্যবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই কিশোরী-তরুনী মেয়েরা বিয়ের পিড়িতে বসতে বাধ্য হচ্ছে এবং দাম্পত্য পীড়নের শিকার হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

১৮ বছর বয়সের নিচে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হবার পূর্বেই নারীকে বিয়ে দেয়া হলে তাকে বাল্যবিবাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ নারীরা শারীরিকভাবে পীড়নের শিকার হয় এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে নতুন জীবনে সহজে খাপ-খাওয়াতে পারে না। বাল্যবিবাহের শিকার নারীর জীবন ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কত বছরের নিচে কোনো মেয়ের বিয়ে হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচিত হবে?
   ক) ১৬ বছর   খ) ১৮ বছর
   গ) ২০ বছর   ঘ) ২২ বছর

২। বাল্যবিবাহের ফলে কী ঘটতে পারে?
   ক) নারী শারীরিক জটিলতা   খ) পারিবারিক সমৃদ্ধি
   গ) পারলৌকিক মঙ্গল   ঘ) সামাজিক সম্মান প্রাপ্তি

পাঠ-৩.১২ বাল্যবিবাহের প্রভাব ও বাল্যবিবাহ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Early Marriage and the Role of Social Worker to Combat Early Marriage)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১২.১ বাল্যবিবাহের প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১২.২ বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১২.১ বাল্যবিবাহের প্রভাব

বাল্যবিবাহ এদেশের নারীদের জন্য অভিশাপস্বরূপ। বাল্যবিবাহের ফলে নারী দাম্পত্য পীড়নের শিকার হচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। বাল্যবিবাহের মাধ্যমে একজন নারীর ভবিষ্যত গঠনমূলক ক্যারিয়ার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বাল্যবিবাহের অন্যান্য প্রভাবসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে নারী শারীরিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই তার বিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নারীর বিভিন্নরকম শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. অল্পবয়সী নারী গর্ভধারণ করলে অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয় এবং সেই সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হলে সে বিয়ের পর নতুন পরিবেশে নিজেকে সহজে খাপখাওয়াতে পারে না।

৪. বাল্যবিবাহের ফলে অসম সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পরিবারে প্রতিনিয়ত কলহ, বিশৃঙ্খলা ও অসম সম্পর্ক বিরাজ করে।

৫. বাল্যবিবাহ নারীর জন্য অভিশাপস্বরূপ। এতে নারীর কল্যাণ চরমভাবে ব্যাহত হয় এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ হয়।

৩.১২.২ বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

নারীকল্যাণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ চরমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নারীর জীবনে বাল্যবিবাহ অভিশাপস্বরূপ। সমাজকর্মী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যে ভূমিকা রাখতে পারে তা হলোঃ

১. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমাজকর্মী ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর কুফল সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলা;

২. যেসকল সামাজিক রেওয়াজ, প্রথা, রীতিনীতি বাল্যবিবাহকে ত্বরান্বিত করে তা নির্মূলে সমাজকর্মী সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগ করা;

৩. কোনো পরিবারে নারীকে যেন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা না হয় এবং শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয় এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা;

৪. নারীর অল্প বয়সে বিয়ের কথা না ভেবে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করা;

৫. নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা;

৬. কোথাও বাল্যবিবাহ সংঘটিত হলে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা;

৭. চরম দারিদ্র্য বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করে। দারিদ্র্য লাঘবে সরকারকে গঠনমূলক তৎপরতা প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা; এবং

৮. নারীবান্ধব সংস্কৃতি ও সামাজিক রেওয়াজ পুনর্গঠন করতে জনমত গড়ে তোলা ও নারী-পুরুষ সাম্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া।

সারসংক্ষেপ

বাল্যবিবাহের ফলে নারী শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত থাকে বিধায় নানাবিধ শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে যে সন্তান জন্মদান করে তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। বাল্যবিবাহ রোধে একজন সমাজকর্মী সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। অল্পবয়সি নারী গর্ভধারণ করলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়?
ক) অপুষ্ট সন্তানের জন্ম হয়
খ) সন্তান বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রখর হয়
গ) সন্তানের ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে বেশি হয়
ঘ) গর্ভধারিণী মা ভাল বোধ করে

২। বাল্যবিবাহ নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে–
ক) সহায়ক
খ) ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে
গ) অভিশাপস্বরূপ
ঘ) নারী-পুরুষ সাম্য সৃষ্টি করে

পাঠ-৩.১৩ মাদকাসক্তির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Drug Addiction)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৩.১ মাদকাসক্তি ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.১৩.২ বাংলাদেশে মাদকাসক্তির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.১৩.৩ বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৩.১ মাদকাসক্তির ধারণা

পশ্চিমের উন্নত সমাজে সামাজিক সমস্যা হিসেবে মাদকাসক্তির উৎপত্তি ঘটলেও দ্রুত ভয়াবহ এই সমস্যাটি পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়ে যার আওতা হতে বাদ যায়নি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম যা সমাজজীবনে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই সাম্প্রতিক সময়ে মাদকাসক্তি এক বিশেষ ও ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অতীতে সাধারণ ও ঐতিহ্যগত নেশাদ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল কিন্তু আশির দশকের শুরু থেকে মাদকাসক্তি প্রকট আকার ধারণ করে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং নানাবিধ সামাজিক অনাচারের সাথে সমস্যাটির সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত মাদকাসক্তি হলো মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি। মাদকদ্রব্যের প্রতি কোনো ব্যক্তির ক্রমাগত নির্ভরশীলতাকেই মাদকাসক্তি বলে ধরা হয়। মাদকাসক্তি মূলত এক ধরনের অবস্থা যেখানে ব্যবহৃত মাদকের প্রতি ব্যবহারকারী শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, মাদকের প্রতি সে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে এবং এরই সাথে মাদক গ্রহণের মাত্রা বা পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চিত্র ৩.১৩.১ : মাদককে না বলুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মাদকাসক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– "নেশা বা মাদকাসক্তি হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়।" অর্থাৎ মাদকাসক্তি হলো মাদক গ্রহণের শারীরিক ও মানসিক বাধ্যতামূলক তীব্র আকাঙ্খা যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অস্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক অনুভূতি প্রাপ্ত হয় এবং তা পাবার ইচ্ছার জন্য মাদকদ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৩.১৩.২ মাদকাসক্তির কারণ

মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য কোনো একক কারণ দায়ী না। বাংলাদেশের মাদকাসক্তি ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার ও এর প্রভাব প্রকট হওয়ার পশ্চাতে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, নৈতিক বহুবিধ কারণেই ব্যক্তি মাদকাসক্ত হতে পারে। মাদকাসক্তির কারণগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **ভৌগোলিক অবস্থান ও মাদকের সহজলভ্যতা:** এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে বর্তমান সময়ে ভয়াবহ মাদক সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ব্যাপক ভিত্তিতে মাদক উৎপন্ন হয় এবং খুব সহজেই সীমানা পেরিয়ে তা এদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ মাদক চোরাচালানের রুট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। মাদকাসক্ত ও যে কোনো সাধারণ ব্যক্তির কাছে মাদক এক সহজলভ্য পণ্য।

২. **দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশা:** তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে এদেশের বহু মানুষ আর্থিক দীনতা ও বেকারত্বের শিকার। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মানুষের জীবনে সৃষ্টি করছে হতাশা ও নৈরাশ্য। এই হতাশা ও নৈরাশ্য ভুলে থাকার অভিপ্রায়ে অনেকেই মাদকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৩. **ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ:** বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশে মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশে অন্যের সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির সংমিশ্রণ হচ্ছে। ফলে মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে যা মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে।

৪. **হীনমন্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট:** জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানজনিত কারণে ব্যক্তির মাঝে হীনমন্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি হচ্ছে। ফলে ব্যক্তি নিজেকে অতি হীন মনে করছে এবং তা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছে। আর তাই মাদকে আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। তবে এর ফলাফল যে মারাত্মক ক্ষতিকর যে তা বুঝতে পারে না।

৫. **সঙ্গদোষ ও কৌতূহল:** মাদকাসক্তের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ এবং এর সাথে মনে স্বাভাবিক কৌতূহলের কারণে অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গদোষ ও নতুন অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির ঝোঁক মাদকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে আসক্ত করে তোলে।

৬. **পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা:** যেসকল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় থাকে না এবং পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না সে পরিবারের সদস্যদের মাদকাসক্ত হওয়ার আশংকা থাকে। পারিবারিক স্নেহ ও ভালবাসার অভাব থেকে ব্যক্তির মধ্যে হতাশা তৈরি হয় যা ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত করতে পারে।

৭. **সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা মাদকাসক্তির প্রকোপ বৃদ্ধির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ এক কারণ হিসেবে বিবেচিত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাজনিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমাজজীবনের নানামুখী অন্যায়, বৈষম্য, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য প্রভৃতির কারণে সৃষ্ট হতাশা থেকেও মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৮. **প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি:** মাদকদ্রব্য সহজলভ্য এবং অবাধ বেচাকেনা হলেও এক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা লক্ষণীয়। চোরাকারবারীদের সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের যোগসাজোশ থাকায় মাদকের অবৈধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং মাদকাসক্তি বেড়ে চলেছে।

৩.১৩.৩ বাংলাদেশে মাদকাসক্তির পরিস্থিতি

মাদকাসক্তি যেমন নীরবে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় তেমনি মাদকদ্রব্যের চোরাচালান একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দেয়। বর্তমানে এদেশের প্রায় ৪৬ লাখ মাদকাসক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে ৪০ ভাগ হেরোইনসেবী। দেশে মোট যে অপরাধ হয় তার ৩০ শতাংশ মাদক সংশ্লিষ্ট। মাদকদ্রব্যের খরচ যোগাতে গিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকদ্রব্য পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মাদকাসক্তদের নেশা বাবদ বার্ষিক দুহাজার কোটি টাকা অপচয় হয়।

সারসংক্ষেপ

মাদক গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা থেকে মাদকদ্রব্যের উপর কোনো ব্যক্তির ক্রমাগত নির্ভরশীলতা ও ক্রমাগত মাদক গ্রহণের হার বৃদ্ধিকে মাদকাসক্তি বলা হয়। বর্তমানে মাদকাসক্তি বাংলাদেশের এক বড় সমস্যা। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বিপুল পরিমাণে মাদক উৎপাদন ও মাদক চোরাচালানের রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার এদেশে মাদককে অত্যন্ত সহজলভ্য করে তুলেছে এবং বহুবিধ কারণে মাদকাসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। মাদকাসক্তি হচ্ছে:
ক) ক্রমাগত মাদকের উপর নির্ভরশীলতা
খ) কোনো একদিন মাদক গ্রহণ করা
গ) মাদক স্পর্শ করা
ঘ) মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকা

২। কোন দ্রব্যের ব্যাপক চোরাচালানের রুট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হয়?
ক) পরমাণুঅস্ত্র
খ) মাদক
গ) ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি
ঘ) খাদ্য দ্রব্য

পাঠ-৩.১৪ মাদকাসক্তির প্রভাব ও মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Drug Addiction and the Role of Social Worker to Combat Drug Addiction)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৪.১ মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১৪.২ মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৪.১ মাদকাসক্তির প্রভাব

মাদকাসক্তি আর্থ-সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। বর্তমান বিশ্বের ধনী দরিদ্র সকল দেশ মাদকের মরণছোবলের শিকার। বিশ্বের কোটি কোটি লোক সর্বনাশা মাদকে আক্রান্ত। নিচে মাদকাসক্তির প্রভাব তুলে ধরা হলো:

১. নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার মধ্যে অপরাধবোধ ও পরাজয়ের মনোভাব গড়ে ওঠে। সে তার পরিবার, সমাজ ও আপনজনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়।
২. মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্যের খরচ যোগাতে প্রথমে বাড়ির জিনিসপত্র চুরি ও নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলতে শুরু করে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়।
৩. মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকের খরচ যোগাতে মাদকদ্রব্য পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সে নানাবিধ অপরাধ ও চোরাকারবারির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।
৪. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর নেশার পেছনে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে যার সিংহভাগ চলে যাচ্ছে পাচার হয়ে দেশের বাইরে। মাদকাসক্তি অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।
৫. সমাজের সবচেয়ে সৃজনশীল জনগোষ্ঠী অর্থাৎ যুবসম্প্রদায় মাদকের শিকারে পরিণত হয়ে ক্রমান্বয়ে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পঙ্গুতে পরিণত হয় এবং অপাংক্তেয় হিসেবে বিবেচিত হয়।
৬. মাদকাসক্ত পিতামাতার সন্তানেরা সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠন হতে বঞ্চিত হয়, তাদের মধ্যে কিশোর অপরাধ প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়।
৭. বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ চালকের মাদকাসক্তি। এরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়।
৮. বাংলাদেশে শিক্ষিত যুবসমাজ ক্রমান্বয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। যার ফলে শিক্ষার পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন।
৯. মাদকাসক্তি স্বাস্থ্যহীনতা ও জনস্বাস্থ্যের অবনতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে ফুসফুস, যকৃত, হৃদযন্ত্র প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটে।
১০. মাদকাসক্তি নীরবে গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজ গঠনের মূল অনু মানুষ মাদকের দংশনে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

৩.১৪.২ মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

মাদকাসক্ত সমস্যাটি বর্তমানে আমাদের সমাজের অনেক গভীরে এর মূল বিস্তার করেছে। এর ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক জীবনযাপন বিপর্যস্ত করে তুলছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ;
২. মাদক নিয়ন্ত্রণে দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগে সরকারকে চাপ প্রয়োগ;
৩. সামাজিক অস্থিরতা মাদকাসক্তির প্রকোপ বৃদ্ধি করে। সামাজিক অস্থিরতা রোধে ভূমিকা পালন করা;
৪. পারিবারিক পরিবেশকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারিবারিক কাউন্সিলিং প্রদান;

৫. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব লাঘবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
৬. কিশোর ও যুবদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সমাজকর্মী প্রচারণা চালানো;
৭. সারা বছরব্যাপী মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত প্রচারণা চালাবেন এবং জনমত গঠন করা;
৮. মাদকাসক্তদের ঘৃণা বা অবহেলাে না করে উপযুক্ত কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা;
৯. সকল পাঠ্যক্রমে মাদকের কুফল অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
১০. মাদকাসক্তদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারকে উদ্ধুদ্ধ করা।

সারসংক্ষেপ

মাদকাসক্ত ব্যক্তি সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তার নৈতিক অবক্ষয় ঘটে এবং হীনমন্যতা কাজ করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। একজন সমাজকর্মী মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাছাড়া মাদকের সহজলভ্যতা রোধে সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি–
ক) বলিষ্ঠ চরিত্রের হয়ে থাকেন
খ) দৃঢ়চেতা হয়ে থাকেন
গ) দূরদর্শী হয়ে থাকেন
ঘ) হীনমন্য হয়ে থাকেন

২। মাদকাসক্তের প্রভাব কোনটি?
ক) মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়
খ) উন্নতি করতে থাকে
গ) সুখী জীবন যাপন করতে পারে
ঘ) পারিবারিক সমৃদ্ধি সাধিত হয়

পাঠ-৩.১৫ অটিজমের ধারণা ও পরিস্থিতি (Concept and Situation of Autism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৫.১ অটিজম ধারনাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৫.২ বাংলাদেশে অটিজম পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৫.১ অটিজমের ধারণা

আমাদের সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি পাওয়া যাবে যারা আর দশ জন মানুষ থেকে ভিন্ন। তারা বহুলাংশেই নিঃসঙ্গ, চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে উদাসীন। অন্যের সাথে কখনই সমাজিক বা আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। এমনকি পরিবারের সদস্যদের সাথেও দু'একটি বিষয় ছাড়া কোনো আন্ত-যোগাযোগ বা মনোভাবের আদানপ্রদানে সক্ষম হয় না। এরা অন্য মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদাকে বুঝতে পারে না। ব্যক্তির এরূপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সর্বপ্রথম পল ইউজেন ব্লুলার নামের একজন চিকিৎসক ১৯১২ সালে এই সমস্যার নামকরণ করেন 'অটিজম' যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় আত্ম-মগ্ন ব্যক্তি। মূলত অটিজম মস্তিষ্কজাত এক স্নায়ুবিক সমস্যা যা মস্তিষ্কের সাধারণ কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করে। সমস্যাটি জন্মের পর প্রথম তিন বছরের মধ্যেই দেখা দেয় এবং প্রতি হাজারে ২ থেকে ৬ জন শিশুর মধ্যে এই সমস্যার বিকাশ ঘটতে পারে। মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আচরণ, আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ এবং অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা দেখা দেয় তাকে অটিজম বলা হয়। কখনো কখনো অটিস্টিক ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক বা আত্মবিধ্বংসী আচরণও দেখা যায়।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন (২০০০) কর্তৃক প্রণীত "*Diagonostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR*" অটিজমের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছে, "বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ও যোগাযোগ দক্ষতার ক্ষেত্রে গুরুতর ও ব্যাপক বৈকল্য অথবা শিশু ও যুবদের মাঝে গণ্ডিবদ্ধ আচরণ, আগ্রহ ও কার্যাবলীজনিত যে ব্যাপক বিকাশমূলক অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তাই হলো অটিজম (Children and youth identified as pervasive developmental disorder are characterized by severe and pervasive impairment in several areas of development: reciprocal social interaction skills, communication skills, or the presence of stereotyped behaviour interest and activities.)।"

চিত্র ৩.১৫.১ : অটিজম আক্রান্ত শিশু

অটিজম একটি জীবনব্যাপী সমস্যা যা প্রধানত সামাজিক দক্ষতার অভাব, ভাবের আদানপ্রদান বা যোগাযোগের ব্যর্থতা এবং অনাবশ্যক কোনো আগ্রহ বা অঙ্গপ্রতঙ্গ দোলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৩.১৩.২ অটিজম পরিস্থিতি

পৃথিবীর সব অঞ্চলে, সব দেশে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সব ধরনের পরিবারেই অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি দেখা যায়। তবে অটিজমের বিস্তারের হার কত এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এর প্রধান কারণ কিছু জরিপে শুধুমাত্র তীব্র মাত্রার অটিজমকে বিবেচনা করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অটিজমের হার কম পাওয়া যায়। অন্য জরিপগুলো মৃদু মাত্রার অটিজমকেও জরিপের অন্তর্ভুক্ত করে, ফলে আক্রান্তের হার বেশি আসে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টাভিত্তিক Centre for Discase Control (CDC) এর জরিপে দেখা গেছে, ৩ থেকে ১০ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৩.৪ জন শিশুর অটিজম রয়েছে। এই হার মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার চেয়ে বেশি। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও মেয়েদের মধ্যে এই রোগের তীব্রতা বেশি থাকে।

সারসংক্ষেপ

অটিজম একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা। মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আচরণ, আন্ত-ব্যক্তিক যোগাযোগ এবং অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা দেখা দেয় তাই মূলত অটিজম। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। কিন্তু আক্রান্ত ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে নিম্ন বুদ্ধিমত্তা বেশি লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। অটিজম সর্বপ্রথম নামকরণ করা হয় কত সালে?

ক) ১৯১০ খ) ১৯১২
গ) ১৯১৫ ঘ) ১৯১৮

২। কে প্রথম অটিজম রোগের ধারণা দেন?

ক) পল ইউজেন ব্লুলার খ) পল রুডলফ
গ) অগাস্তিয়ান সেবেলাফ ঘ) ইউ কে ফ্যাটিস

পাঠ-৩.১৬ অটিজমের প্রভাব ও অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Autism and the Role of Social Worker to Combat the Autism Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৬.১ অটিজম সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১৬.২ অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৬.১ অটিজমের প্রভাব

অটিজম বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করে তবে এর ফলে শিশুর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত হয়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব লক্ষণীয় তা হলো:

১. মা-বাবা ও অন্য শিশুদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারে সমস্যা হওয়া। যেমন– প্রথম কথা বলতে অনেক দেরি হওয়া বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সীমিত সংখ্যক শব্দই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ব্যবহার করা যাতে মনে হয় শিশুটি ভাষা বুঝে ব্যবহার করছে না।
২. অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমস্যা হওয়া, অন্যের বিষয়ে সচেতনতা কম থাকা এবং খুব কম দৃষ্টি সংযোগ করা বা তা চালিয়ে যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করা।
৩. ভান করা এবং কল্পনামূলক খেলা খেলতে সমস্যা হওয়া, একা খেলতে পছন্দ করা এবং অস্বাভাবিক রকমের পুনরাবৃত্তিমূলক খেলা করা।
৪. পরিবেশের প্রতি নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত থাকা। ক্রমাগত পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করা ও অনমনীয় চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া।
৫. খুবই গুটিয়ে থাকা ও কারও সাথে মিশতে না পারা। কোনো কারণ ছাড়াই অন্যদের আক্রমণ ও আহত করা।
৬. অদ্ভুত দেহভঙ্গি, খেলনা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোঁকা ও লেহন করা, শরীর পুড়ে গেলেও বা হাড় ভেঙ্গে গেলেও সহজে প্রকাশ না করা, নিজেকে নিজের ব্যথা দেয়ার চেষ্টা করা।
৭. অটিজমে আক্রান্তের বুদ্ধিবৃত্তিক অস্বাভাবিকতার দরুণ পরিবার ও সমাজের কাছে বোঝা হিসেবে পরিগণিত হওয়া, মানবশক্তির অপচয়।
৮. পরিবারের জন্য দুঃসহ যন্ত্রণা বয়ে আনে। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।
৯. কোন রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী অটিজমে আক্রান্ত হলে জনসংখ্যা কাঠামো ত্রুটিযুক্ত হয় ও দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

অটিজমে আক্রান্ত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সার্বিক রাষ্ট্রীয় উৎপাদনশীলতা ব্যাহত করে।

৩.১৬.২ অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

এখন পর্যন্ত অটিজমের কোনো পরিপূর্ণ আরোগ্য বা নিরাময় পাওয়া যায়নি। কোনো শিশু এই ত্রুটি থেকে আপনা-আপনি আরোগ্য লাভ করে না কিন্তু শেখার এবং নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করার সামর্থ্য প্রতিটি শিশুর মাঝে অন্তর্নিহিত থাকে। সময়ের সাথে সাথে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পরিণমন ঘটে এবং শিশুটির আচরণে নতুন নতুন সফলতার ছাপ দেখা যায়। অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী যে ভূমিকা রাখতে পারেন তা হলো:

১. অটিজমে আক্রান্ত ভাষার ব্যবহার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিঃস্পৃহ হয়ে থাকে। একজন সমাজকর্মী বিশেষায়িত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অটিজমে আক্রান্তের যোগাযোগ দক্ষতা সৃষ্টি করতে পারেন।
২. অটিস্টিকদের সামাজিক আচরণ সম্পন্ন করতে এবং দৈনন্দিন কর্মসূচিতে অভ্যস্ত করতে সমাজকর্মী শিক্ষা প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে পারেন।
৩. সহায়তা পেলে সময়ের সাথে সাথে অটিস্টিকদের দক্ষতা বিকশিত হয়। অটিস্টিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজকর্মী শিক্ষণ প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে পারেন।

৪. উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে অটিস্টিকদের নাটকীয় উন্নতি ঘটতে পারে। সমাজকর্মী অটিস্টিকদের নাটকীয় উন্নতি ঘটাতে পারে। সমাজকর্মী অটিস্টিকদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন।

৫. অটিস্টিকদের বিশেষায়িত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সমাজকর্মী স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৬. অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি পরিবারের প্রতিনিয়ত বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয় ও নিগৃহীতের শিকার হয়। অটিস্টিকদের প্রতি পরিবারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৭. কিছু কিছু ক্ষেত্রে অটিস্টিকরা অধিক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ও সুপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। সমাজকর্মী অটিস্টিকদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনশীল করতে পারেন।

৮. অটিজমে আক্রান্তদের প্রতি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সচেতনতা তৈরিতে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

৯. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অটিস্টিকদের কল্যাণবান্ধব নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরির জন্য সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

অটিজম আক্রান্তরা অস্বাভাবিক আচরণসম্পন্ন হয়। তারা পরিবেশের সাথে এরা খাপ-খাওয়াতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তিক অস্বাভাবিকতা বিরাজ করে এবং পরিবারের বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয় যদিও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এরা অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষণ ও পরিণমনের ফলে এদের উন্নতি ঘটতে পারে এবং একজন সমাজকর্মী এই কাজটি করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। অটিজম আক্রান্ত শিশুদেও ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

ক) স্নায়ুবিক ত্রুটি থাকে
খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি থাকে
গ) পরিপাক তন্ত্রের ত্রুটি থাকে
ঘ) শারীরিক বিকলাঙ্গতা থাকে

২। অটিজম আক্রান্ত শিশুরা-

ক) রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়
খ) পারিবারিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত
গ) তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক
ঘ) পারিবারিক বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়

পাঠ-৩.১৭ জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ (Concept and Causes of Climate Change)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৭.১ জলবায়ু পরিবর্তনের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

৩.১৭.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৭.১ জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন বা climate change পদবাচ্যটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে ওজনস্তর ক্ষয় ও আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির বর্ধিত হারে ভূ-পৃষ্ঠে অধিগ্রহণের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি আধুনিকালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। জলবায়ু পরিবর্তন হলো বহুকালব্যপী আবহাওয়ার বণ্টনের পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন যা কয়েক দশক হতে অনেক লক্ষ বছর হতে পারে। এই পরিবর্তন আবহাওয়ার গড় অবস্থা অথবা আবহাওয়ার উপাদানসমূহের বণ্টনের মধ্যে হতে পারে। অর্থাৎ গড় বৃষ্টিপাত অথবা গড় তাপমাত্রার পরিবর্তন কিংবা সামগ্রিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে, "তুলনাযোগ্য সময়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কার্যাবলী বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় মিশ্রণে যে পরিবর্তন ঘটায় এবং যা প্রাকৃতিকভাবে জলবায়ুগত তারতম্য হিসেবে পর্যবেক্ষিত হয় তা জলবায়ুগত পরিবর্তন নামে অভিহিত (A change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time period.)।" অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন হলো জলবায়ু পদ্ধতির পরিসংখ্যানগত বিষয়াবলীর মধ্যে পরিবর্তন যা বহুদশক কিংবা তারও বেশি সময়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য এবং সুনির্দিষ্ট কারণ যেখানে অবহেলিত। পরিসংখ্যানগত বিষয়াবলীর মধ্যে গড় তাপমাত্রা অথবা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পার্থক্য, বৃষ্টিপাতের নিবিড়তা, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ, বায়ুচাপ ইত্যাদিকে বুঝায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এসেছে এবং ষড় ঋতুর বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়েছে।

৩.১৭.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

জলবায়ু গঠনের ক্ষেত্রে জলবায়ু শক্তি বা Climate Forcings নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। জলবায়ু শক্তি বলতে বুঝায় বিকিরণ, পৃথিবীর কক্ষপথের বিচ্যুতি, পর্বত গঠন ও মহীসঞ্চারণ এবং গ্রীনহাউজ গ্যাসের পরিবর্তন। এই অবস্থাগুলি প্রাথমিক জলবায়ু গঠনকারী নিয়ামকগুলোর কার্যকারিতা ত্বরান্বিত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে জলবায়ু পরবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **প্লেট টেকটনিক:** লক্ষ লক্ষ বছর যাবৎ প্লেট গতির তারতম্যজনিত কারণে ভূ-ত্বক ও মহাসাগরের বিন্যাসে পরিবর্তন আসছে এবং নতুন ভূ-প্রকৃতি সৃষ্টি অথবা অবলুপ্ত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় এবং বৈশ্বিক জলবায়ুর ধরন বদলাতে থাকে।

২. **সৌরশক্তি উৎপাদন:** বিভিন্ন শতাব্দীতে সৌরতাপের কার্যকারিতার তারতম্য জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করে চলছে। সৌরজগতের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী তারতম্য বৈশ্বিক জলবায়ুর ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং শীতলীকরণ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সহায়তা করে।

৩. **কক্ষপথের পরিবর্তনশীলতা:** পৃথিবীর কক্ষপথের সামান্য পরিবর্তন বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যালোকের তারতম্য নিশ্চিত করে। স্থানিক গড় সূর্যকিরণ ও বার্ষিক গড় সূর্যকিরণের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন থাকলেও ভৌগোলিক ও ঋতুগত বণ্টনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

৪. **ক্রমিক ঋতু ও আকস্মিক স্থানান্তর:** পরিবর্তক শক্তির ক্রমাগত ক্রিয়ায় হঠাৎ জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯৯৭ সালে আমাজান বেসিন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অরণ্যে দাবানলে সৃষ্ট ধ্বংস থেকে বায়ুমণ্ডলে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হয় এবং সারাবিশ্বে দ্রুত চরম আবহাওয়া অনুভূত হয়। এছাড়া মহাসাগরীয় স্রোতচক্রের মাধ্যমেও আকস্মিক জলবায়ু স্থানান্তর ঘটে থাকে।

৫. **অগ্ন্যুৎপাত:** অগ্ন্যুৎপাত হলো ভূ-গর্ভ থেকে উত্তপ্ত গলিত সান্দ্র অথবা বায়বীয় পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠে উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়া। অগ্ন্যুৎপাত বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ, জলীয় বাষ্প, ধুলিকণা, ভষ্ম ইত্যাদি নিক্ষেপ করে থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় নিক্ষিপ্ত পদার্থের প্রায় ৯০% জলীয় বাষ্প। একারণে ব্যাপক অগ্ন্যুৎপাতের সময় সন্নিহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। প্রতি শতাব্দীতেই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জলবায়ু অনেকখানি প্রভাবিত হয়।

৬. **মহাসাগরের পরিবর্তনশীলতা:** মহাসাগরগুলো জলবায়ুর অন্যতম নিয়ন্ত্রক বা মৌলিক অংশ। স্বল্পমেয়াদী সামুদ্রিক প্রবাহের তারতম্য জলবায়ুর আঞ্চলিক প্রভেদ সৃষ্টি করে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী তাপ জলীয়প্রবাহ এবং অক্ষাংশ থেকে আরেক অক্ষাংশে তাপ পরিবহনের কাজ করে থাকে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

৭. **প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপ:** মানুষের কার্যকলাপে বতর্মান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে। বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে চলমান বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রকৃতির উপর মানুষের অসংস্কৃত হস্তক্ষেপের ফল। জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছ ব্যবহার, বায়ুমণ্ডলে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংযোজন, সিএফসি, মিথেন ও সালফার-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ, ক্রমাগত নির্বনায়ন এবং শিল্পকারখানা ও মারণাস্ত্রের ব্যাপক প্রসার পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে জলবায়ুর নিয়ামকসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তন হলো বহুকালব্যাপী আবহাওয়ার বণ্টনের পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন যা কয়েক বছর হতে কয়েক লক্ষ বছর হতে পারে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পার্থক্য, বৃষ্টিপাতের নিবিড়তা, ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের উদাহরণ। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

ক) সাময়িক আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝায় খ) দীর্ঘ সময়ব্যাপী আবহাওয়ার গড় পরিবর্তন বুঝায়
গ) জলীয় বাষ্পকে বুঝায় ঘ) বৃষ্টিপাতকে বুঝায়

২। প্লেট টেকটনিক জলবায়ু পরিবর্তনের কোন ধরনের কারণ?

ক) প্রাকৃতিক কারণ খ) মানবসৃষ্ট কারণ
গ) সামাজিক কারণ ঘ) অর্থনৈতিক কারণ

পাঠ-৩.১৮ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Climate Change on the Livelihood of the People of Bangladesh and the Role of Social Worker to Combat the Problem Induced by Climate Change)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৮.১ বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১৮.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৮.১ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পৃথিবীর অন্যতম ব-দ্বীপ অঞ্চল বাংলাদেশ। বৈশ্বিক উষ্ণয়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রতলের পরিবর্তনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। বৃহত্তর ব-দ্বীপ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে। বিপুলসংখ্যক জনগণ কর্মহীন ও উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য প্রভাব নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে ভবিষ্যতে পানির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবে। পানি লবণাক্ত হয়ে পড়বে এবং অনাহারে ও চাষাবাদের জন্য তীব্র পানি সংকট দেখা দিবে।

২. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এ দেশে বৃষ্টিপাতের বিন্যাসে পরিবর্তন আসবে। তীব্র পানি সংকটের পাশাপাশি কোথাও বৃষ্টিপাত বাড়বে আবার কোথাও অনাবৃষ্টি দেখা দিবে।

৩. বৃষ্টিপাতের বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের ফলে শস্যাবর্তনেরও পরিবর্তন আসবে এবং বাস্তু অবস্থার পরিবর্তনে জীবকুলের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। কৃষি উৎপাদনে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

চিত্র ৩.১৮.১ : বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত

৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রোগ-ব্যাধির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এই প্রভাব মহামারি রূপ পরিগ্রহ করার আশঙ্কা রয়েছে।

৫. সবুজঘর গ্যাসের প্রভাবে জলবায়ু গড় পরিবর্তনের ফলে শস্য ক্ষেত্রের উপর বিরূপ প্রভাব লক্ষণীয়। ধান, জব, ভুট্টাসহ বেশ কিছু শস্যাদির উপর CO_2 বৃদ্ধির প্রভাব নেতিবাচক।

৩.১৮.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বর্তমানে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্পৃক্ত ফলাফল সারা পৃথিবীর ন্যায় বাংলাদেশকেও অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। ধারণা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে সকল সমস্যা উদ্ভুত হবে তা মোকাবিলায় সমাজকর্মী যে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বন্যার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রয়েছে। এতে করে দেশের অর্ধেক রাস্তাঘাট, কৃষিজমি ও বাঁধ ডুবে যেতে পারে। এ কারণে বিদ্যমান এসব অবকাঠামো সচল রাখতে উঁচু করতে হবে এবং সবধরনের আবহাওয়ায় যাতে টিকে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করতে সমাজকর্মী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২. এদেশে পানি নিষ্কাশনে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। রয়েছে অপ্রতুল কালভার্ট ও রেগুলেটর। বন্যার সময় পানি চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সমাজকর্মী উদ্যোগ নিতে পারেন।

৩. দক্ষিণ অঞ্চলের জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়তে পারে। তাদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এদেশের উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হলে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুহীন হতে পারে। তাদের পুনর্বাসন সমস্যা মোকাবিলা ও নতুন জীবনে খাপ-খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।
৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উপকূলীয় এলাকায় পানীয় জলের সংকট হতে পারে তা মোকাবিলায় সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

এছাড়াও যেসকল মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা নিরাময়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং অধিক কার্বন নিঃসরণকারী শিল্পউন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাপ প্রয়োগ করতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠে বিলীন হয়ে যাবে। উপকূলীয় এলাকার মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ায় চাষাবাদের অযোগ্য ও খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। বিপুলসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে পারে। যেমন– নিম্নভূমি নিমজ্জিত হওয়া, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, পানীয় জলের অভাব, বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতির ফলে এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ভূক্তভোগী হবে। এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী এখন থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে কী ঘটবে?
ক) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে
খ) শস্য উৎপাদন বাড়বে
গ) নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে
ঘ) উপকূল সতেজ হবে

২। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কোনটি?
ক) পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে
খ) কৃষি উৎপাদন বাড়বে
গ) নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে
ঘ) মানুষের গড় আয়ু বাড়বে

৩। ওজনস্তর ক্ষতির জন্য দায়ী কোনটি?
ক) কার্বন
খ) সিএফসি
গ) মিথেন
ঘ) সালফার

৪। পানীয় জলের ঘাটতি কিসের প্রভাব?
ক) জলবায়ু পরিবর্তন
খ) সামাজিক অবক্ষয়
গ) সামাজিক আদর্শহীনতা
ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পাঠ-৩.১৯ এইচআইভি/এইডস-এর ধারণা, কারণ ও সংক্রমণের বাহন (Concept, Causes and Carrier of HIV/AIDS)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৯.১ এইচআইভি/এইডস ধারণার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

৩.১৯.২ এইচআইভি/এইড্সের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৯.৩ এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের বাহনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৯.১ এইচআইভি/এইডস-এর ধারণা

বর্তমান বিশ্বে সমগ্র মানবজাতির জীবন, সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে একটি বড় ধরনের হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিবন্ধক হচ্ছে এইডস, যা ঘাতক ব্যাধি হিসেবে বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করছে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বজনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে এইচআইভি সংক্রমিত/এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যাধির কোনো চিকিৎসা বা প্রতিষেধক নেই এবং এর পরিণতি হচ্ছে নিশ্চিত অকাল মৃত্যু। এই অবাঞ্ছিত অকাল মৃত্যুকে প্রতিহত করতে বর্তমান বিশ্ববাসীর নিকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– "এইডস মুক্ত সুস্থ সুন্দর জীবন গঠন"। আর এ জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতামূলক মনোভাব। এইডস এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome যা সংক্ষেপে AIDS নামে পরিচিত। Acquired অর্থ অর্জিত, Immune অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, Deficiency অর্থ ঘাটতি এবং Syndrome অর্থ লক্ষণ। অর্থাৎ অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘাটতির লক্ষণ সমষ্টি হলো AIDS। Human Immuno Deficiency Virus সংক্ষেপে HIV নামক ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে আক্রমণের ফলে যখন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে পড়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতির লক্ষণ সমষ্টি পরিলক্ষিত হয় তখন সেই ব্যক্তি AIDS আক্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৩০ সালে আফ্রিকাতে HIV এর উৎপত্তি ঘটে এবং ১৯৮২ সালের দিকে AIDS রোগের নামকরণ করা হয়। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা HIV নামক ভাইরাস দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে পড়লে, মানবদেহ নির্দিষ্ট রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, এইরূপ অবস্থাকে AIDS বলা হয়। কোনো ব্যক্তির শরীরে HIV পাওয়া গেলেই যে তার AIDS হয়েছে তা নয়, HIV যখন ঐ ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করবে তখন সে AIDS আক্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

চিত্র ৩.১৯.১ : এইচআইভি/এইডস

৩.১৯.২ বাংলাদেশে এইডস বিস্তারের কারণ

বাংলাদেশ AIDS সংক্রমণের এক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। বহুবিধ কারণে এদেশে AIDS সংক্রমণের আশংকা রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. **ভৌগোলিক অবস্থান:** ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ ভারত ও মায়ানমারের অতি নিকট প্রতিবেশী। উক্ত দেশদুটির বিপুলসংখ্যক মানুষ HIV বহন করছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ভারত ও মায়ানমারসহ নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করছে। এর সাথে অবাধে ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে বয়ে নিয়ে আসছে HIV জীবাণু।

২. **পতিতাবৃত্তি:** বাংলাদেশে বর্তমানে দেড় লাখের মত যৌনকর্মী রয়েছে এবং এদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে রেড়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের ৬% যৌনকর্মী HIV সংক্রমিত এবং বিভিন্ন জটিল যৌন রোগে আক্রান্ত। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ প্রতিদিন এসব যৌনকর্মীদের সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হচ্ছে এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গ HIV বিস্তার ঘটাচ্ছে।

৩. **মাদকাসক্তি:** সম্প্রতি দেশে মাদকাসক্তির হার অত্যন্ত আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সাথে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারের প্রবণতাও উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাদক গ্রহণকারীদের একই সুঁই ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রবণতা HIV বিস্তার ঘটাচ্ছে।

৪. **অনিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণ:** সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌন সংসর্গ HIV বিস্তার ঘটায়। বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ যৌন আচরণ আমাদের দেশে AIDS বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৫. **পেশাদার রক্তদাতার বিস্তৃতি:** বর্তমানে রক্তদাতাদের মধ্যে মাদকাসক্ত ও পেশাদার রক্তদাতার সংখ্যা উল্লেখজনক। অথচ এরাই HIV আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অপরীক্ষিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে HIV বিস্তার ঘটতে পারে।

৬. **পথশিশুদের অপব্যবহার :** দেশের প্রায় ৫ লক্ষ পথশিশু প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে মাদকাসক্ত ও বখাটে সন্ত্রাসীদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। সেই সাথে তাদের HIV আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

৭. **সচেতনতার অভাব:** বর্তমান সময়েও এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইডস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। প্রতিনিয়ত এরা ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত হচ্ছে। AIDS বিষয়ক অজ্ঞতা এদেশে AIDS সংক্রমণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.১৯.৩ এইডস (AIDS) সংক্রমণের বাহন

এইডস হচ্ছে HIV (Human Immuno Deficiency Virus) দ্বারা সংক্রমিত একটি রোগ। এই ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিটি এইডস আক্রান্ত হয়। তিনটি প্রধান কারণে HIV বা AIDS বিস্তার লাভ করে তা হলো:

ক. HIV আছে বা AIDS রোগীর সঙ্গে অনিরাপদ যৌন সংসর্গের মাধ্যমে;

খ. HIV জীবাণু বহনকারী রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে;

গ. অনিরাপদ বা ব্যবহৃত সিরিঞ্জের পুনঃব্যবহার মাধ্যমে; এবং

এছাড়াও এইডস আক্রান্ত মা থেকে যে শিশু জন্মলাভ করে সেও এই রোগ আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি রোগাক্রান্ত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমেও দেহে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত, অঙ্গ, ইন্দ্রিয়, কলা অন্যদেহে প্রতিস্থাপন করলে HIV জীবাণু সংক্রমিত হয়।

সারসংক্ষেপ

AIDS এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome যার অর্থ অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘটতির লক্ষণ সমষ্টি। এটি HIV ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি রোগ যা মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে এবং এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। এটি মূলত HIV পজিটিভ ব্যক্তির সাথে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গ, রক্ত গ্রহণ ও তার ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে ছড়ায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন দেশে সর্বপ্রথম AIDS এর উৎপত্তি ঘটে?

ক) আফ্রিকাতে খ) আমেরিকায়

গ) ইউরোপে ঘ) এশিয়ায়

২। কত সালে AIDS রোগের নামকরণ করা হয়?

ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৮২ সালে

গ) ১৯৮৪ সালে ঘ) ১৯৮৬ সালে

পাঠ-৩.২০ এইচআইভি/এইডস-এর প্রভাব ও এইচআইভি/এইডস মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of HIV/AIDS and Role of Social Worker to Combat the HIV/AIDS)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.২০.১ এইচআইভি/ এইডস প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.২০.২ এইচআইভি/এইডস সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.২০.১ এইচআইভি/এইডস-এর প্রভাব

এইডস বর্তমানে শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, বরং একটি দেশকে এইডস সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনমিতিক সকল ক্ষেত্রে এইচআইভি/এইডস-এর সুদূরপ্রসারী ও ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এই মরণব্যাধির কারণে আক্রান্ত দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডসের বহুমাত্রিক প্রভাব দেখানো হলোঃ

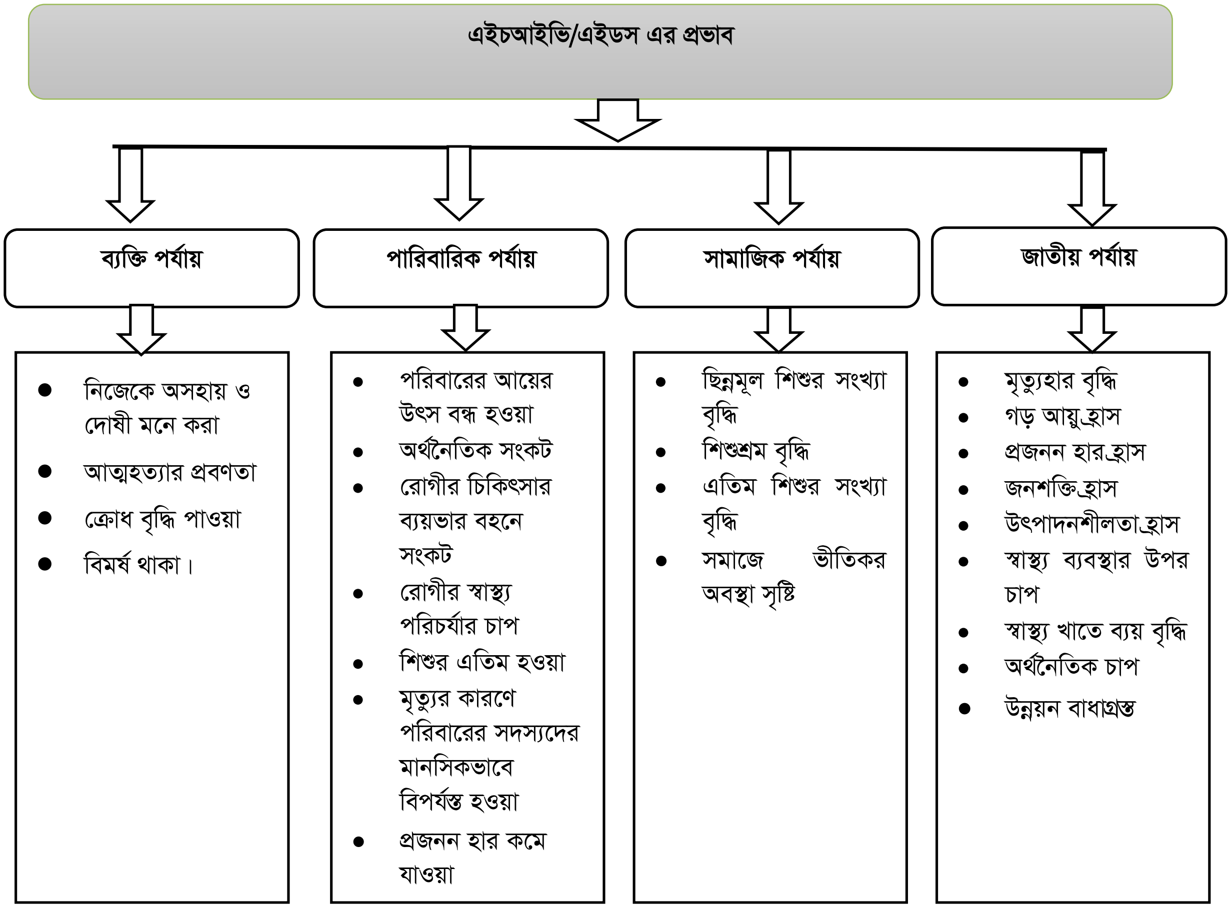

চিত্র ২.২০.১: এইচআইভি/এইডস এর প্রভাব

৩.২০.২ এইচআইভি/এইডস মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

এইডস এমন এক ঘাতক ব্যাধি যার প্রতিষেধক বা ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে ব্যাপক সচেতনতাই একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এই ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমাজকর্মী যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন:

১. দেশের সর্বস্তরের জনগণকে নিরাপদ যৌন আচরণে উদ্বুদ্ধ করা। জনগণের মাঝে নৈতিক ও মূল্যবোধগত জাগরণের বিকাশে সহায়তা করা।
২. নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ও নিরাপদ সিরিঞ্জ ব্যবহারে জনগণকে সচেষ্ট করা। অন্যের রক্ত গ্রহণকালে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে দেখার পাশাপাশি তা জীবাণুমুক্ত কিনা তা যাচাই করতে উদ্বুদ্ধ করা।
৩. আন্তঃশিরায় মাদক গ্রহণকারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এক্ষেত্রে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে সহায়তা করা।
৪. এইচআইভি সংক্রমিত শরীরে গর্ভধারণ না করা কিংবা গর্ভধারণের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ সন্তানকে পান করানো থেকে বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে করা।
৫. যৌনবাহিত রোগগুলোর দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ও সচেতন জীবনযাপনে প্রেষিত করা।
৬. বিশ্বস্ত যৌনসঙ্গী ও নিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

এইডস বিষয়ক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো, গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করা ও নিরাপদ জীবনযাপনে জনগণকে সচেতন করা।

সারসংক্ষেপ

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির নিশ্চিত পরিণতি মৃত্যু। HIV পজিটিভ সনাক্ত হওয়ার পর ব্যক্তি যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন মানসিক, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। একজন সমাজকর্মী এইডস এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কত সালে সর্বপ্রথম AIDS সনাক্ত হয়?
- ক) ১৯৩০ সালে
- খ) ১৯৪০ সালে
- গ) ১৯৫০ সালে
- ঘ) ১৯৬০ সালে

২। একজন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি–
- ক) বিমর্ষ থাকে
- খ) উৎফুল্ল থাকে
- গ) উৎসবমুখর থাকে
- ঘ) জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ থাকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। Sociology of Social Problems গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?
- ক) P. B Horton Ges and J.R Leslie
- খ) MacIver and Page
- গ) Bottomore
- ঘ) Stuart Magill

২। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা কতগুন বৃদ্ধি হয়েছে?
- ক) দেড়গুণের বেশি
- খ) দ্বিগুণের চেয়েও বেশি
- গ) চারগুণের বেশি
- ঘ) পাঁচগুণের বেশি

৩। বর্তমানে পুরুষদের কত ভাগ বেকার?
ক) ২.৩০ ভাগ খ) ৩.৫০ ভাগ
গ) ৪.৫০ ভাগ ঘ) ৬ ভাগ

৪। আয়োডিনের অভাবে কোন রোগটি হয়?
ক) গলগণ্ড খ) রাতকানা
গ) মেরাসমাস ঘ) কোয়ারশিয়র

৫। যৌতুক নিরোধ আইনে বর বা কনেকে কত টাকা পর্যন্ত উপঢৌকন প্রদান করা যায়?
ক) ৫০০ খ) ১০০০
গ) ২০০০ ঘ) ৫০০০

৬। নিচের কোনটি বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ?
ক) নারীর ক্ষমতায়ন খ) নারী-পুরুষ সাম্য
গ) সামাজিক রেওয়াজ ঘ) জেন্ডার উন্নয়ন

৭। নিচের কোনটি মাদক?
ক) হেরোইন খ) আখের রস
গ) ফাস্টফুড ঘ) চীনা ভেজিটেবল

৮। কোনটি অটিজম রোগের লক্ষণ?
ক) যোগাযোগ দক্ষতা খ) অল্প সময়ে কথা বলতে শেখা
গ) অদ্ভূত দেহভঙ্গি ও নিজেকে ব্যথা দেয়ার চেষ্টা করা ঘ) নমনীয় চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রেশ্নের উত্তর দিন:
এইডস হচ্ছে ভাইরাস সংক্রমিত একটি রোগ। এই ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিটি এইডস আক্রান্ত হয়। মূলত ৩টি প্রধান কারণে এই ভাইরাস বিস্তার লাভ করে।

৯। উদ্দীপকের আলোকে কোন ভাইরাস দ্বারা AIDS সংক্রমিত হয়?
ক) HIV খ) T_2ফায
গ) ম্যালেরিয়া ভাইরাস ঘ) ব্যকটেরিয়া

১০। ৩টি প্রধান কি কি কারণে এইডস ভাইরাস বিস্তার লাভ করে?
ক) স্পর্শ, একই প্লেটে খাওয়া, এক ঘরে বসবাস
খ) এইডস রোগীর সাথে যৌন সংসর্গ, রক্ত পরিসঞ্চালন ও ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনঃব্যবহার
গ) একসাথে চলাফেরা, গল্প করা, ঘুমানো
ঘ) একই বাথরুম ব্যবহার, পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার, পানির মাধ্যমে

১১। সুমন আনুষ্ঠানিক সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে দীর্ঘদিন যাবৎ চাকুরী সন্ধান করছে। চাকুরি লাভের আশায় সরকারি-সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তীব্র প্রতিযোগিতায় নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হয়েছে। সুমনের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক) অযোগ্য ব্যক্তি খ) অক্ষম
গ) অলস ঘ) কর্মসংস্থানের স্বল্পতাজনিত বেকার

১২। একজন ব্যক্তি অত্যন্ত স্বল্প বেতনে নিম্নপদে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনিই তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম এবং তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের দশজন সদস্য রয়েছে। তার যে আয় তাতে তার পক্ষে পরিবারের ভরণপোষণ ও সবার পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। তার পরিবারের একাধিক সদস্য অপুষ্টির মূল কারণ কী?
ক) দারিদ্র্য খ) অসচেতনতা
গ) অবহেলা ঘ) নিরক্ষরতা

খ. সৃজনশীল

১। জলবায়ু পরিবর্তন এক বৈশ্বিক সমস্যা। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদশে। বাংলাদেশের নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে, পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দেবে, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যাপকসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হতে পারে।

ক) কয়টি প্রধান কারণে HIV বা AIDS বিস্তার লাভ করে?

খ) বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়?

গ) জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করার যেতে পারে? আলোচনা করুন।

ঘ) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার প্রভাবসমূহ কী হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

২। রহিম মস্তিষ্কের ত্রুটিজনিত রোগে আক্রান্ত। তার জন্মের প্রথম ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যেই রোগটির লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। শুরুতে তার আচরণ অধিকমাত্রায় অস্বাভাবিক ছিল। তবে উপযুক্ত শিক্ষণ ও পরিণমনের সাথে সাথে এই অস্বাভাবিকতা কিছুটা কমেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ক) বেকারত্ব কোন ধরনের সমস্যা?

খ) অপুষ্টি ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন?

গ) রহিমের সমস্যাটির প্রভাবসমূহ বর্ণনা করুন।

ঘ) রহিমের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করুন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১২ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৩ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৪ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৫ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৬ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৭ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৮ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৯ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২০ : ১। ক ২। ক
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৩ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। ক ৮। গ ৯। ক ১০। খ